চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 July, 2020 ■ আগরতলা, ১৬ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ১ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিস্টার
Sister
Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

পুলিশ সদর কার্য্যালয়েও করোনার থাবা

নতুন আক্রান্ত ৯৮, আরও একজনের মৃত্যু, সুস্থ ৬৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। রাজ্যে আরও ৯৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও এক জনের। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে এই ঘোষণা দেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এদিন ৩৪১২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৯৮ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। অন্যদিকে, এজিএমসিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত ৯৮ জনের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ১২ জন, খোয়াই জেলায় চারজন, উত্তর জেলায় ২০ জন, গোমতী জেলায় ২৫ জন, দক্ষিণ জেলায় ছয়জন, ধলাই জেলায় ১৩ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১৫জন এবং ঊনকোটি জেলায় একজন। আক্রান্তদের মধ্যে ২৮ জন বিমানযাত্রী। সাতজন করোনা আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসেছিল। এন্টিজেন্ট টেস্টে ৬২ জন রোগী সনাক্ত এবং একজন অন্য জায়গায় ভ্রমণ করে এসেছেন। এদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে বুধবার ৬৬ জন করোনা আক্রান্ত রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সুস্থ হয়ে যাওয়ায়।

করোনা এবার ত্রিপুরা পুলিশের সদর দফতরে থাবা বসিয়েছে। সদর দফতরে কর্মরত এক পুলিশ কর্মীর দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাই আজ অর্ধদিবস বন্ধ রেখে সমগ্র কার্যালয় স্যানিটাইজ করা হয়েছে। ওই পুলিশ কর্মীর সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নমুনা পরীক্ষার পর গৃহে একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁদের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ২,১৮৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১,৫৩৮ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

মঙ্গলবার নতুন করে ত্রিপুরায় ৯০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট করে এই ঘোষণা করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, ২,৭৬১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৯০ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তদের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ২৯, সিপাহীজলায় ৬, খোয়াইয়ে ৯, দক্ষিণ জেলায় ৭, গোমতি জেলায় ৭, উত্তর জেলায় ১৬, ধলাই জেলায় ১২ জন এবং ঊনকোটি জেলায় ১ জন আক্রান্ত। এদিকে, গতকাল বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ৯৩ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। তাদের মধ্যে ৩০ জন বিএসএফ জওয়ান রয়েছেন। মঙ্গলবার করোনা আক্রান্তের তালিকায় পুলিশ মুখ্য কার্যালয়ে কর্মরত কর্মীকে আজ কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হয়েছে।

ত্রিপুরা পুলিশের পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, একজন কর্মীর দেহে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। তাই, অর্ধদিবস বন্ধ রেখে সমগ্র কার্যালয় স্যানিটাইজ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা পুলিশে ইতিপূর্বেও কর্মীদের দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এখন করোনা মুখ্য কার্যালয়ে থাবা বসিয়েছে। তাতে পুলিশ কর্মীদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ, সারা দেশেই প্রচুর পুলিশ কর্মী করোনা মোকাবিলায় নিজেরাই সংক্রমিত হয়ে পড়েছেন। অনেকের মৃত্যুও হয়েছে।

একসময় ত্রিপুরায় বিএসএফ জওয়ানরা একের পর এক করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাদ যায়নি তাঁদের পরিবারও। এখন করোনা যুদ্ধে সামনের সারির সৈনিক পুলিশ কর্মী ও তাঁদের পরিবার করোনা-র শিকার হচ্ছেন। সিপাহিজলা জেলার মেলাঘর থানা করোনা-র নিশানায় রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার নতুন করে ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন করোনা সংক্রমিত পুলিশ কর্মীর স্ত্রী ও সন্তান। সবমিলিয়ে মেলাঘর থানায় ৮ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।

মেলাঘর থানার জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ইতিপূর্বে একজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবির ক্যান্টিনকর্মী করোনা আক্রান্ত, ২০ জন একান্তবাসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। আবারও জিবি হাসপাতাল কমপ্লেক্সে থাবা বসিয়েছে করোনা। এবার ক্যান্টিন কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। তাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন এমন ২০ জনকে একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। ক্যান্টিনও স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ইতিপূর্বে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসক এবং সেবিকা করোনায় আক্রান্তের ঘটনায় দুদিন বহির্বিভাগ এবং রোগী ভরতি বন্ধ রাখা হয়েছিল। পুরো জিবি হাসপাতালকে স্যানিটাইজ করার পর গতকাল থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়। এরই মধ্যে নতুন করে জিবি হাসপাতালে করোনা-র সংক্রমণ নিয়ে চিন্তা বাড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, জিবি হাসপাতালের একজন ক্যান্টিন কর্মীর দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। সম্ভবত, করোনা আক্রান্ত স্বাস্থ্য কর্মীর সংস্পর্শে গিয়ে ওই ক্যান্টিন কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ক্যান্টিন স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা করেছে।

বিমানবন্দরে চাকুরী দেয়ার নামে প্রতারণা, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে চাকরি দেওয়ার নাম করে মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় ও প্রতারণার দায়ে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক প্রতারক যুবকের নাম বিভাস বর্মন। তার বাড়ি রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন মহেশখোলা এলাকায়। বহুদিন ধরে সে এ।ধরণের প্রতারণামূলক কাজকর্মে জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ মিলেছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে চাকরি দেওয়ার নাম করে বেশ কিছু সংখ্যক লোক জনের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে বিভাস বর্মন নামে ওই প্রতারক। নির্ধারিত সময় অতিক্রম হওয়ার পরও চাকরিতে নিযুক্তি না পাওয়ার পর প্রতারিতরা প্রতারককে পাকড়াও করার জন্য ওত পেতে বসে থাকেন। প্রতারিতরা বিষয়টি আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে জানান। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় অভিযুক্ত বিভাস বর্মনকে বিমানবন্দর এলাকা থেকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছেন।

তাকে পাকড়াও করে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের কাছে জিজ্ঞাসাবাদে সে জানিয়েছে এয়ারপোর্টের একটি টেন্ডারের ভিত্তিতে সে লোক নিয়োগের জন্য চেষ্টা করেছিল। তবে সে তা যুক্তির স্বপক্ষে প্রামাণ্য কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেনি।

পুর নিগমের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু এলাকা বাফার জোন আর কে নগরস্থিত টি এস আর ক্যাম্প গ্রীণ জোন ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের এক আদেশে আগরতলা পুর নিগম এলাকার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের একতা সংঘ পাড়া কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করেছেন। কনটেইনমেন্ট জোনের এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকা বাফার জোন ঘোষণা করা হয়েছে। কনটেইনমেন্ট জোন এলাকায় ২০০ বাড়িতে ৭২২ জন রয়েছেন। পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জেলাশাসকের আদেশে জানানো হয়েছে।

জিরানীয়া মহকুমার মান্দাই আর ডি ব্লকের লক্ষীপুর ভিলেজ কমিটির আর কে নগর টি এস আর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ান শিবির গ্রীণ জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক বি'প্তিতে এই ঘোষণা দিয়েছেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় এই এলাকাকে আগে কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছিল। সংক্রমণ না থাকায় নিয়ম মেনে পরবর্তী সময়ে অরে' জোন এবং গ্রীণ জোন ঘোষণা করা হয়।

ধলাই, গোমতী ও দক্ষিণ জেলায় ১৪৪ ধারা

এদিকে, কোভিড-১৯-র সংক্রমণ প্রতিরোধে ধলাই, গোমতী ও দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক এক আদেশে ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী সমগ্র জেলায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এতে জেলায় রাত ৯টা থেকে পরেরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ে এবং ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার ২ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় সন্ধ্যা ৭টা থেকে পরের দিন সকাল ৭টা পর্যন্ত সময়ে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েতের উপর নিষেধা'া আরোপ করা হয়েছে। উক্ত সময়ে নৈশ কার্ফ চলাকালীন কেবলমাত্র বিভিন্ন সিফটে কাজ চলে এমন শিল্প ক্ষেত্র সমূহ, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। স্বামীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম স্ত্রী। ঘটনা চাম্পা হাওর থানাধীন শিকারি বাড়ি এডিসি ভিলেজ এর ডাকমা বাড়ি এলাকায়। গুরুতর আহত মহিলার নাম মধুবতি দেববর্মা।

ঘটনা মঙ্গলবার রাত ১১ টা নাগাদ। এই সময় মধুবতী দেববর্মা তার সন্তানদের নিয়ে ঘরেই ছিল। এইসময় হঠাৎই স্বামী সমরেন্দ্র দেববর্মা ধারালো অস্ত্র নিয়ে স্ত্রী মধুবতি উপর চড়াও হয়। তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা এবং বাঁ হাতে আঘাত করে। ঘটনার খবর পেয়ে চাম্পাহাউর থানার পুলিশ রাত দুইটায় ঘটনাস্থলে ছুটে যায়, এবং গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে তুলাশিখার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। যেহেতু হাসপাতালগুলোতে করোনার আবহাওয়া তৈরি হয়েছে তাই এ ধরনের রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য কোন চিকিৎসক রোগীদের দায়ভার গ্রহণ করতে চাইছেন না।

গুরুতর আহত অবস্থায় মধুবতি দেববর্মাকে নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । আশ্চর্যের বিষয়,উক্ত মহিলাএখন নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য সংশয় রয়েছে।

জিবি হাসপাতালে ছিনতাইবাজদের খপ্পরে মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। জিবি হাসপাতালে ছিনতাইবাজের খপ্পরে পড়লেন এক মহিলা। বুধবার দুপুরে কন্যারানী দেববর্মা নামে ঐ মহিলার কাছ থেকে মোটা অংকের টাকায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিনতাইবাজ ৫ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

জানা যায়, কন্যারানী দেববর্মার স্বামী বুদ্ধচন্দ্র দেববর্মা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৮ জুলাই রাজ্যে আসছে না জাহাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। ১৮ জুলাই সোনামুড়ায় এসেছে না ছোট জাহাজ। ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঘোষণা দিয়েছিলেন হলদিয়া বন্দর থেকে রড নিয়ে একটি ছোট জাহাজ সোনামুড়ায় আসবে। কিন্তু, করোনার কারণে সোনামুড়ায় জেটির কাজ পুরোপুর সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তাই আগামী ১৮ জুলাই জাহাজ আসছে না।

বিশালগড়ে কালার প্রিন্টার ও নকল টাকা সহ ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ জুলাই।। কালার প্রিন্টার দিয়ে ভারতীয় টাকার ফটোকপি করে ফেঁসেছে এক যুবক। তবে, ওই যুবক বাংলাদেশি নাগরিক। গত তিন বছর ধরে ত্রিপুরায় আত্মীয়ের বাড়িতে স্ত্রী ও এক সন্তানকে নিয়ে থাকত। শুধু তা-ই নয়, নিজের নামে প্যান কার্ড এবং আধার কার্ডও বানিয়ে ফেলেছে সে। ফলে কালার প্রিন্টারে ভারতীয় টাকা ফটোকপি করার পেছনে কী রহস্য রয়েছে পুলিশ তার তদন্ত শুরু করেছে।

বুধবার সকালে সিপাহিজলা জেলার লালসিংমুড়া গ্রামে একটি খাবারের দোকানে কালার প্রিন্টার সহ নকল ভারতীয় টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাজার কমিটির সদস্যের কাছে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ সিপন রায়কে ওই কালার প্রিন্টার নকল ও ভারতীয় টাকা সহ আটক করেছে। পুলিশের জেরায় সে স্বীকার করেছে, তিন বছর ধরে ত্রিপুরায় আত্মীয়ের বাড়িতে থাকত। সিপন আসলে বাংলাদেশি নাগরিক। চোরাই পথে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় ঢুকেছিল। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিবিএসই'র মাধ্যমিক পরীক্ষায় উল্লেখ্যযাগ্য সাফল্য ত্রিপুরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। সিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক পরিক্ষার ফলাফল বুধবার প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আগরতলায় শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা বেশ ভাল ফলাফল করেছে বলে স্কুলের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন। অধ্যক্ষ জানান, এবারের মাধ্যমিকে এই স্কুল থেকে মোট ৩০৯ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেছিল। তার মধ্যে ২৮০ জন প্রথম বিভাবে পাশ করেছে।

এরমধ্যে ৯৮.৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুলে প্রথম হয়েছে হিমাদ্রি বণিক। দ্বিতীয় মন্দাক্রান্ত ভৌমিক। সে পেয়েছে ৯৮.৪০ শতাংশ নম্বর এবং ৯৮.২০ শতাংশ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে শ্রাবনি সিং। অন্যদিকে,বিবেকনগর স্থিত রামকৃষ্ণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৪ ঘন্টায় রাজ্যের পৃথক স্থানে তিন যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/তেলিয়ামুড়া, ১৫ জুলাই।। রাজ্যের পৃথক তিন জায়গায় তিন যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পারিবারিক বিবাদের জেরে বিষ পান আত্মহত্যা করল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটে লেফুঙ্গা থানাধীন বামুটিয়া ধুরজারাইপাড়ায়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসার পর তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত যুবকের নাম বিক্রম সরকার। বয়স আনুমানিক ২৫ বছর। বুধবার জিবি হাসপাতালে মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তোলে দেওয়া হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রী সুস্মিতা সরকারের সাথে অভিমান করে মঙ্গলবার রাতে বিষ খেয়ে ফেলে বিক্রম। পরিবারের অভিযোগ, ১ সপ্তাহ আগে বিক্রমের স্ত্রী সুস্মিতা সরকার বাপের বাড়িতে বেড়াতে যায়। বাড়ি ফিরতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ বাধে।

আর এতে সুস্মিতার বাপের বাড়ির লোকজনরা বিক্রমকে বকাবকি করে। এতে অভিমানে বিষ পান করে বলে অভিযোগ পরিবারের। রাতেই অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে বুধবার ভোরে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ দাযের করা হবে বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে। বিক্রমের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

রাজধানী আগরতলা শহরের রামনগরের গাংগাইল রোড এলাকায় নিখোঁজ এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম নির্মল। গত কয়েকদিন ধরে ওই ব্যক্তি বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলে। এ ব্যাপারে রামনগর আউটপোস্টএ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। মঙ্গলবার রাত দশটা নাগাদ তার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এটি আত্মহত্যা না খুন তা নিয়ে পুলিশ দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছে। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামনগর আউট পোস্ট এর পুলিশ। মৃতের পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে গত তিনদিন ধরে ওই ব্যক্তির বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর করেও তার কোন সন্ধান মেলেনি। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি পুলিশকে জানিয়ে নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অবশেষে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল ২৩ বছরের এক যুবক।মৃত যুবকের নাম বিমল দেববর্মা। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন চাকমাঘাটের রঙ্গিটিলা শিবিরে। মঙ্গলবার রাতে উদ্ধার হয় মৃতদেহ। বুধবার সকালে মৃতদেহ তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজস্থানে পাচারকৃত নাবালিকা ফিরল রাজ্যে, খুশি সর্বমহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। রাজস্থানে পাচার হওয়া নাবালিকাকে অবশেষে ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এনসিপিসিআর, টিসিপিসিআর এবং ত্রিপুরা সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় ওই নাবালিকাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এতে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রটেকশন অব চাইল্ড রাইটস (টিসিপিসিআর)-এর চেয়ারম্যান নীলিমা ঘোষ জানিয়েছেন, অবশেষে ওই নাবালিকাকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আজ দিল্লি থেকে বিমানে ওই নাবালিকা ত্রিপুরায় ফিরেছে। বিমানবন্দরে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পর তাকে ঊনকোটি জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ঊনকোটি জেলা পুলিশ তাকে একান্তবাসে রাখার ব্যবস্থা করবে।

এদিন তিনি জানান, গত সোমবার দুই পুলিশ কর্মী, চাইল্ড লাইনের একজন এবং একজন সিডিপিও রাজস্থানের ঝুনঝুনুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। ওইদিন রাত আড়াইটা নাগাদ তাঁরা সেখানে পৌছেন। গতকাল সমস্ত নিয়ম নির্দেশিকা পূরণ করে নাবালিকাটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছেন তাঁরা।

নীলিমা ঘোষের কথায়, আজ দুপুরের মধ্যে তারা সড়কপথে দিল্লি পৌঁছেন। এর পর বিমানে দিল্লি থেকে আগরতলায় আসেন। টিসিপিসিআর চেয়ারম্যান বলেন, অনেক চেষ্টার ফলে ত্রিপুরা থেকে পাচার হওয়া নাবালিকাকে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাতে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার এবং এনসিপিসিআর ও টিসিপিসিআর-এর যৌথ উদ্যোগে ত্রিপুরার মেয়েকে পুনরায় মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, হাইকোর্টের নির্দেশে এনসিপিসিআর-এর সহায়তায় রাজস্থানে পাচার হওয়া ত্রিপুরার নাবালিকাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ওই নাবালিকা সেখানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৫ আগষ্টের মধ্যে কলেজের ইন্টারনাল পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ উচ্চ শিক্ষা দপ্তরকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি ছাড়া রাজ্যে স্কুল, কলেজ খোলা হবে না। তবে ইউ জি সি গাইডলাই মোতাবেক কলেজ স্তরের বার্ষিক পরীক্ষা আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ রয়েছে। রাজ্য সরকার এবিষয়ে কোন রকম তাড়াহুড়ো করছে না।

তবে ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ১০ দিন অপেক্ষা করতে হবে। কারণ দেশের বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। দিল্লির নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ফাইনাল পরীক্ষার বিষয়ে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে না। শিক্ষার্থীদের ইন্টারনাল পরীক্ষাগুলি যাতে দপ্তর আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে সম্পন্ন করে এর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরকে। কাবণ ইউ জি সি গাইড লাইন প্রাধান্য দেওয়া হবে। করোনা পরিস্থিতির জন্য শিক্ষা

বুধবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের পৌরহিত্যে শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারীকদের নিয়ে বৈঠক।

ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য গঠন করা কমিটির শিক্ষাবিদদের সাথে বুধবার শিক্ষা ভবনে আলোচনার পর এমনটাই জানান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। পাশাপাশি এইদিন জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা, ডিপ্লমা এবং ল এন্ট্রান্স পরীক্ষা কবে হলে ছাত্র ছাত্রী সুবিধা হবে এবং রাজ্যে কি পরীক্ষাগুলি হওয়ার মতো উপযুক্ত পরিস্থিতি আছে কিনা সেই বিষয়েও আলোচনা হয় এদিন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্টেট হায়ার এডুকেশনের চেয়ারম্যান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেল বেসরকারীণ স্টেশনে বিক্ষোভ দেখাল বামপন্থী যুব সংগঠনগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। সারা দেশের ১০৯টি রোটে ১৫১টি রেলকে কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারীকরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতিবাদে দেশজুড়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে বামপন্থী যুব সংগঠনগুলি।

বুধবার সারা দেশের সাথে রাজ্যেও রেল বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে রেলমন্ত্রী পিয়ুশ গোয়েলের উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন প্রধান করেছে বাম যুব সংগঠন ডিওয়াই এফআই-টিওয়াইএফ। এদিন আগরতলা রেল স্টেশনের কর্তব্যরত আধিকারিকের কাছে রেলমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

সেই সাথে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জানিয়ে ৯ দফা দাবি তুলে ধরা হয়েছে। ডেপুটেশনে সামিল হয়ে ডিওয়াইএফআই-র রাজ্য সভাপতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৭৩ ▫ ১৬ জুলাই ২০২০ ইং ▫ ৩১ আষাঢ় ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

দেশের অখণ্ডতা রক্ষা

দেশের সার্বভৌমত্ব অখণ্ডতা রক্ষা ভারতীয় নাগরিকদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিদেশি শক্তির হাত থেকে দেশমাতৃকাকে রক্ষার করার জন্য বহু প্রাণ অকালেই ঝরিয়া যাইতেছে। তাহাদের সেই রক্ত কোনোদিনই বৃথা যাইবে না। তাহাদের প্রতি গোটা দেশ ও দেশবাসী চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। বর্তমানে প্রতিবেশী রাষ্ট্র চিনের সঙ্গে যে সীমান্ত বিরোধ দেখা দিয়েছে তাহা মোকাবিলার জন্য ভারতীয় সেনা বাহিনী ও প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হইতে বদ্ধপরিকর। ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা, দেশের প্রতিরক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ও নাগরিক শৃঙ্খলার প্রতি ক্ষতিকারক, এই অভিযোগে ৫৯টি চিনা অ্যাপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিল কেন্দ্রীয় সরকার। জানাইল, এই অ্যাপগুলি অবৈধ উপায়ে ভারতীয় ব্যবহারকারীদের তথ্য চুরি করিতেছিল এবং সেই তথ্য পাচার হইতেছিল বিদেশে। অভিযোগটির গুরুত্ব বিপুল নিষিদ্ধ হওয়া টিকটক বা ক্যামস্ক্যানারের ন্যায় অ্যাপের নিকট ভারতীয় বাজার যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাহার তুলনায় ঢের বেশি। আশা করা চলে, এই অভিযোগ অবিবেচনাপ্রসূত নহে স্লোগান দেওয়ার ‘অপরাধে’ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করিবার ন্যায় অতিপ্রতিক্রিয়াও নহে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন এত স্পষ্ট ভাবে ৫৯টি অ্যাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে, ধরিয়া লওয়া যায় যে তাহাতে সারবত্তা আছে। সেই পরিস্থিতিতে একাধিক প্রশ্ন তীব্র হইয়া উঠে। প্রথমত, অ্যাপগুলি এই জুন মাসে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করে নাই কোনওটি তিন বৎসর আছে, কোনওটি আরও বেশি সময়কাল। চিনের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির উপর যে সে দেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণ কড়া, এবং সরকার চাহিলে সংস্থাগুলিকে তথ্য ফাঁসে বাধ্য করিতে পারে, এই কথাটি জানা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার অ্যাপগুলিকে ছাড়পত্র দিল কেন? বিশেষত, যেখানে জানাই আছে যে অ্যাপগুলির নিকট গ্রাহকদের তথ্যভান্ডার উন্মুক্ত হইবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, ৫৯টি অ্যাপের বিরুদ্ধে একটি অস্পষ্ট অভিযোগ না করিয়া প্রতিটি অ্যাপের বিরুদ্ধে পৃথক ভাবে অভিযোগ জানানো হইল না কেন? তাহাতে প্রক্রিয়াটির স্বচ্ছতা বজায় থাকিত। দেশের গ্রাহকরাও বুঝিতে পারিতেন যে তাঁহাদের কোন ধরনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতেছিল।

প্রশ্নগুলির প্রেক্ষিতে অ্যাপ নিষিদ্ধ করিবার সিদ্ধান্তটি দেখিলে আশঙ্কা হয়, নাগরিকের তথ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার ছলে সরকার গালওয়ান উপত্যকায় সম্মানহানির ক্ষতি পূরণ করিতে চাহিতেছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে নহে, দেশের রাজনীতির পরিসরে। যে সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিনের দখলে থাকা আকসাই চিনের জমি পুনরুদ্ধার করিতে জান কবুল করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই সরকারই সীমান্তে নূতন জমি ছাড়িতে বাধ্য হইল। তাই কি ছাতির মাপের সম্মানরক্ষার্থে ‘ম্যাপের বদলা অ্যাপ’ নীতি? কূটনীতির চ্যালেঞ্জের সামনে পড়িয়া অকস্মাৎ অভ্যন্তরীণ নাগরিক নিরাপত্তার কথা মাথায় উদয় হওয়া এবং এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ করা? সমগ্র প্রক্রিয়ার মধ্যে তাই একটি সুগভীর উদ্বেগের কারণ থাকিয়া যাইতেছে। কেবল ভারত কেন, যে কোনও দেশেই কূটনীতিকে ঘরোয়া রাজনীতি বা অর্থনীতির হাতিয়ার বানাইলে তাহা সে দেশের বিপদই বাড়াইয়া তোলে।

প্রকৃত প্রশ্ন নাগরিকের সাইবার নিরাপত্তা কি সরকারের নিকট যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ? বর্তমানে মোবাইল ফোন বস্তুটি দেশের একটি বড় জনগোষ্ঠীর প্রাণভ্রমরে পরিণত হইয়াছে। ওই ছয় ইঞ্চিতেই তাহাদের যাবতীয় ব্যক্তিগত তথ্য, আর্থিক নথি, এমনকি পরিচয় প্রমাণের পদ্ধতিও ভরিয়া রাখা আছে। অথচ সেই তথ্যভান্ডার সুরক্ষিত করিবার উপায় নাগরিকের হাতে সম্পূর্ণ ভাবে নাই। সেই উপায় ও দায়িত্ব সরকারের হাতে। কোন অ্যাপ কতখানি তথ্য সংগ্রহ করিতেছে, তাহার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, তথ্য কোথায় যাইতেছে, এই নজরদারি কি এ দেশে নিয়মিত ভাবে চলে? না কি তাহা আবির্ভূত হয় কেবল যুদ্ধ-পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে? প্রসঙ্গত আর একটি কথা প্রয়োজনের অধিক তথ্য সংগ্রহের অভিযোগ কিন্তু আরোগ্য সেতু অ্যাপের বিরুদ্ধেও প্রবল। দেশের সরকার এবং বিদেশের সরকারের মধ্যে কোনও তুলনাই চলে না, তবু ব্যক্তিপরিসরের স্বাধীনতার প্রশ্নটি এই ক্ষেত্রেও থাকিয়া যায় বইকি। প্রযুক্তির যুগে যেকোনো ধরনের অঘটন প্রতিহত করিবার জন্য আমাদেরকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য সংকীর্ণ মানসিকতা ত্যাগ করিতে হইবে। অন্যথায় দেশকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হইবে না। ইহার দায় প্রতিটি সুনাগরিককে নিজ দায়িত্ব পালন করিবার মধ্যে দিয়াই প্রমাণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের দেশ অখণ্ড থাকিবে। সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাই হোক প্রতিটি নাগরিকের ব্রত।

মাল মহকুমা শহরে ফের ৮ করোনা আক্রান্তের হদিস

মালবাজার, ১৫ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মাল মহকুমা শহরে আরও আটজনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরে নতুন করে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা গেছে। প্রশাসনিক মহলের তরফে সকলকে আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। প্রশাসন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে।

গত রবিবার গভীর রাতে মাল শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের এক গৃহবধূ করোনা সংক্রমিত অবস্থায় মাটিগাড়ার কোভিড হাসপাতালে মারা যান। সোমবার সকালেই ওই গৃহবধূর পরিবারের বাকি সদস্যদের লালার নমুনা কোভিড ১৯ পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করা হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে(ভি আর ডি এল) লালার নমুনা পরীক্ষা হয়। ওই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ৬ জনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। এদের মধ্যে শিশু, যুবক, মহিলা আছে। এছাড়া মালবাজারের ওই এলাকার ৬০ বছর বয়সী আর এক প্রবীণেরও করোনা সংক্রমনের রিপোর্ট এসেছে। তিনি মাল মহকুমা হাসপাতালে আইসোলেশন বিভাগে ভর্তি ছিলেন।

অন্যদিকে প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মাল শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের এক আবাসনের ৩৯ বছর বয়সী এক ব্যক্তিরও করোনা পজিটিভ এসেছে। ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে তার লালা নমুনা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে মাল শহরে একযোগে আটজনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসল। এছাড়াও, মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বাসিন্দার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে খবর। তিনি বর্তমানে জলপাইগুড়ির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সম্প্রতি মাল ব্লকের একটি চা বাগান স্টাফেরও করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছিল। তার পরিবারের সদস্য এবং সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের লালার নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত করা হল মানিকতলা থানা

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। করোনা মোকাবিলায় ফের কনটেইনমেন্ট জোনে লকডাউনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তবুও নিজের কাজে অবিচল পুলিশকর্মীরা। তাই করোনা কাঁটায় বুধবার জীবাণুমুক্তকরণ চলছে মানিকতলা থানা।

দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরে রাজ করছে করোনা। যতই দিন বাড়ছে ততোই বাড়ছে আতঙ্ক। কিন্তু তারই মাঝে ভয় না পেয়ে পিছিয়ে না গিয়ে নিজের কাজে অবিচল কলকাতা পুলিশ। শহরবাসীর সকল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে পুলিশ। কখনও মাইকিং করে কখনো আবার লিফলেট বিলি জনগণকে ক্রমাগত সচেতন করছে পুলিশ। তবে ইতিমধ্যেই বহু থানায় থাবা বসিয়েছে মারন ভাইরাস করোনা। আর তাই তাই সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত করা হল মানিকতলা থানা, বেলেঘাটা থানা।

কোথায় এবং কার কার আরাধ্য রাম

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি এখন বলেছেন ভগবান রাম ভারতীয় নন, তিনি নেপালি ছিলেন। তিনি এটাও বলছেন যে, আসল অযোধ্যা ভারতে নয়, নেপালের বীরগঞ্জে রয়েছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী ওলিজিকে এটা কে বোঝাবে, ভগবান রাম তো সমগ্র মানবজাতির। সর্বত্র ভগবান রাম বিরাজমান। হ্যাঁ, ভগবান রাম নেপালেও, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, রুমালিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং কোরিয়াতেও বিরাজমান। নেপাল এবং নেপালের জনগণেরও ভগবান রামের উপর সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ভগবান রাম সকলের আরাধ্যা। বুঝতেই পারছি না ওলিজি কী কারণে ভগবান রামকে শুধুমাত্র একটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন। ওলিজির এই ধরনের অযৌক্তিক মন্তব্য নিয়ে তো কিছু বলা যায় না। তবে, আমরা সর্বদা এটাই বিশ্বাস করি, রাজকুমার রামকে সীতার মতো স্ত্রী দিয়েছি আমরা। তবে, আমরা মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামকেও দিয়েছি। আমরা রামকে অযোধ্যা থেকে দিয়েছি, ভারত থেকে নয়।

ওলিজি যা বলেছেন, তা নতুন কিছু নয়। আদিবাসী থারু সমাজে প্রাচীন বিশ্বাস রয়েছে যে, ভগবান রামের জন্মস্থান পশ্চিম চম্পারণ সংলগ্ন গন্ডক অঞ্চলের ভিখনা থাডিতে। লব-কুশের লালনপালন স্থল বাল্মীকি আশ্রমও সেখানেই। এখন তিনি অসংখ্য দাবি করলেও, এটা তো সত্যি বিশ্বের অনেক দেশ ভগবান রামকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করে। আসলে রাম সকলের আরাধ্যা। কোরিয়ার সঙ্গে অযোধ্যার ২০০ বছরের পুরনো সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়। সেখানেও একটি অযোধ্যা রয়েছে, যা আয়ুতা নামে পরিচিত। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে রামকথা প্রচলিত। ভারতীয়দের আবেগের অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক। ইসলামিক দেশ ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতিতে রামায়ণের গভীর ছাপ রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের নামকরণ হয়েছিল সুমিত্রার নামে। ইন্দোনেশিয়ার জাভা শহরের একটি নদীর নাম সরায়ু। মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার রামলীলা সম্পর্কে প্রায়শই লেখালেখি হয়। যখন সেখানকার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, তখন বিজু পট্টনায়েক (ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের বাবা) তাঁকে নিজ বিমানে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সুকর্ণর মেয়ের যখন জন্ম হয়েছিল, তখন শ্রী পট্টনায়েক মেয়ের নাম রেখেছিলেন সুকর্ণপুত্রী মেঘাবতী। এই নাম সেখানে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং পিতার মতো তিনিও ক্ষমতা প্রধান নির্বাচিত হন। নিজের ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি

৮০-র দশকে ৫০ জন ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলাম আমি। প্রয়াত বালেশ্বর আগরওয়াল ওই প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন এবং উপ-নেতা। আমরা যখন জাভার সবথেকে বড় এবং প্রাচীন নবম শতাব্দীর বোরোবুদুর বৌদ্ধ মন্দির দর্শন করে ফিরছিলাম, তখন মন্দিরের সিঁড়িতে একজন বৃদ্ধ মৌলবি বাটি নিয়ে ভিক্ষা করছিলেন। আমার কাছে ইন্দোনেশিয়ার এক হাজার টাকার নোট ছিল, যা ভারতীয় মুদ্রায় একশো টাকা। আমি সেই টাকা বাটিতে দিয়ে দিই। মৌলানা প্রথমে নোটটি ভালোভাবে দেখেন, এরপর আমার দিকে তাঁকিয়ে বলেন, ”ইন্ডিয়ান?” আমি বলি, ”হ্যাঁ”। তিনি নোট ফেলে দিয়ে বলেন, ”তোমরা চোর”। এরপর ইন্দোনেশিয়া ভাষায় কিছু বলতে থাকে। আমি তখন গাইডকে জিজ্ঞাসা করি, এই মৌলানা আমাকে চোর বলল কেন? তখন গাইড বলেন, মৌলানা বলছে আপনারা অনেক বড় চোর। আপনারা ইন্দোনেশিয়া থেকে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান, কর্ণকে চুরি করেছেন। গাইড জানান, সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার জনগণ এমনটা মনে করেন। স্বল্প শিক্ষিতদের এমনই চিন্তাভাবনা। এত তো একটি ইসলামিক দেশের অবস্থা।

ওলি হয়তো জানেন, এখনও থাইল্যান্ডে রাজাকে রাম বলেই সম্বোধন করা হয়। রাজার নামের সঙ্গে রাম সম্বোধন করা অনিবার্য। রাজপরিবার অযোধ্যা নামক শহরে থাকে। ওই স্থান ব্যাঙ্ককের কাছেই। এটা কী কম অবাক হওয়ার বিষয় যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও থাইল্যান্ডের মানুষজন নিজেদের রাজাকে রামের বংশধর হিসেবে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করেন। এজন্যই থাইল্যান্ডে এখনও রাম রাজ্য বিদ্যমান। হিন্দু প্রতীক ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বুঝতে ও জানতে হলে থাইল্যান্ডের মতো কোনও দেশই নেই। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই দেশে হিন্দু দেবী-দেবতা ও প্রতীক সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যাবে।থাইল্যান্ডের ৯০ শতাংশ জনসংখ্যা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তা সত্ত্বেও সেখানকার রাষ্ট্রীয় চিহ্ন গরুড়। হিন্দু ধর্মের পুরাণ অনুযায়ী গরুড়কে বিষ্ণুর বাহন মনে করা হয়। গরুড় আসলে অর্ধ পাখি এবং অর্ধ পুরুষ। গরুড়ের শরীর মানুষের মতো, মুখ পাখির মতো। ডানাও রয়েছে। একইভাবে ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় বিমান সংস্থার নাম গরুড় এয়ারলাইন্স।

ওলিজি ভারতের সর্বত্রই ভগবান রাম বিরাজমান। রামকে আপনি নেপালের মনে করুন তাতে ভারতের কিছু আসে যায় না। সমগ্র ভারত রামকে আরাধ্যা এবং পূজনীয় মনে করে। মহান সমাজবাদী নেতা ডাঃ রাম মনোহর লোহিয়া বলতেন, ভারতের তিনটি বৃহত্তম পৌরাণিক নাম-রাম, কৃষ্ণ এবং শিব। তাঁর কাজ সম্পর্কে প্রায় সকলেই অবগত। তাঁর কাজ এবং চিন্তাভাবনা সম্পর্কে প্রায় সবই সকলের জানা। একবার ভেবে দেখুন, ভারতীয় জনগন দিনে কতবার প্রভু রামের বন্দনা করেন। ভারত তো রামের নাম জপ করবেই। ভারতীয় মুসলিমরাও রামকে শ্রদ্ধা করেন। শ্রীরাম ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক। কবি ইকবাল ১৯০৮ সালে শ্রীরামের গৌরবে একটি বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন। তিনি ভগবান রামকে রাম-ই-হিন্দ বলতেন। তিনি কবিতায় লিখেছিলেন, রামের অস্তিত্বে গর্বিত হিন্দুস্থান। অর্থাৎ শ্রীরাম ভারতে জন্ম নেওয়ায় ভারতেরই গর্ব এবং সমস্ত জ্ঞানী মানুষজন তাঁকে ভারতের আধ্যাত্মিক গুরু মনে করেন। গান্ধীজি ভারতে রাজরাজ্য প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন। ওলিজি আপনিও নেপালকে রামরাজ্যে পরিণত করুন। ওলিজি সম্ভবত জানেন, রামরাজ্য ন্যায়বিচার ও সাম্যের মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হয়।

জাতির জনক গান্ধীজি এমন এক রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠার উপর ভিত্তিশীল। রাম তো প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের ঈশ্বর। যদি কেউ রামকে নেপালের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন তাতে কী আসে-যায়। ওলিজি মার্কসবাদী হওয়া সত্ত্বেও রামের কাজ করছেন, বিশ্বাস করুন। পবিত্র শ্রাবণ মাসে তিনি নিশ্চয়ই পশুপতিনাথের কাছ থেকে রামভক্তির প্রেরণা পেয়েছেন। ভারত তো রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, ওলির কী একই ইচ্ছা? তিনি কী রামের নামে ভারত-নেপালকে বিভক্ত করতে চাইছেন? রামের ব্যক্তিত্ব বুখতে হবে তাঁকে। এক একটি পাথর জুড়ে ভারত ও লঙ্কার মধ্যে সেতু তৈরি করা হয়েছে। এই উপক্রমে তাঁকে সবাই সাহায্য করেছেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং অন্যকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের ঈশ্বর নন, বরং ভারতীয় ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং এই ঐতিহ্যকে ভাগ করা সম্ভব নয়। রামের নাম ভারতের বাইরে বসবাসরত কোটি কোটি ভারতীয়কে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করে। বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক চেতনার মহান দূত হলেন রাম। মায়ানমারেও রাম আছেন। সেখানকার পোপা পর্বত ওষুধের জন্য বিখ্যাত। মনে করা হয় লক্ষ্মণের চিকিৎসার জন্য পোপা পর্বতের একটি অংশ উপড়ে এনেছিলেন হনুমান। তাঁরা পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা পর্যটকদের দেখিয়ে বলেন, ওই অংশটি উপড়ে লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন হনুমান। ওলিজি আপনি রামকে নেপালের ভাবতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা পরবর্তী শিক্ষাক্ষেত্রে চাই বিকল্প পথের অনুসন্ধান

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

করোনার জুজু দেখিয়ে অনন্তকাল স্কুল বন্ধ রাখা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। বিকল্প ব্যবস্থা করে ছাত্র সুরক্ষা সুনিশ্চিত করেই ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শুরু হোক। সম্ভব হলে ক্লাস শুরু হোক, নইলে বিনা ক্লাসে ছাত্রদের জন্য অন্য কোনও পদ্ধতিতে লেখাপড়া শুরু হোক অবলিম্বে। তার পথ ও প্রকরণ খুঁজতে প্রয়োজনে এনসিইআরটি গাইডলাইন মেনে করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে করণীয় পদক্ষেপ ঠিক করতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, মনোবিদ, শিক্ষাবিদ স্কুল প্রশাসকদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হোক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এভাবে স্কুল খোলার কথা ভাবতে চাইছেন না সরকারের শিক্ষা দফতর, শিক্ষক সমাজের একটি বড় অংশ এবং ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকদের অনেকেই। তাঁরা চানা না স্কুল খোলা হোক। করোনা সংক্রান্ত ভয় তাদেরকে গৃহবন্দি করে রেখেছে। ফলে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে। আদৌ কবে খুলবে এবং সেটা খোলার পর কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে কার্যকর হবে সেটা নিয়েই অনেক দুশ্চিন্তা। সবচেয়ে বড় কথা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত যারা তাদের কোনও স্তরেই স্কুল খোলা নিয়ে কোনওরকম ভাবনা নেই। এই দায়হীন মানসিকতা কার্যত ছাত্র ছাত্রীদের কাছে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে অর্থহীন করে তুলেছে। অভিভাবকরাও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিকল্প ভাববার কোনও উপায় পাচ্ছেন না। করোনার আক্রমণে বেশিরভাগেরই জীবনে আর্থিক সংকট ঘনিয়ে এসেছে। সন্তানকে নিয়ে ভাববার মত সময় বা উপায় এই মুহূর্তে তাদের নেই। সব মিলিয়ে সরকারি স্কুলের ছাত্রদের অবস্থা প্রায় অনাথের মতো। না তাদের জন্য সরকারের শিক্ষা দফতর ভাবছ, না স্কুল প্রশাসন ভাবছে, না শিক্ষক মহাশয়। না বাবা-মায়ের সময় আছে তাদের জন্য ভাবার, রাজ্যের সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশের অবস্থা এরকমই।

এদিকে এই নিয়ে কথা উঠলেই যে যার মতন দায় এড়াচ্ছেন। সকলেই করোনার দোহাই দিচ্ছেন। প্রশ্ন উঠছে। বাবা, মা কি বাইরে বের হচ্ছেন না? তাহলে তাঁদের মাধ্যমে সন্তানের করোনা হবে না? তা সত্ত্বেও যদি বাজার থেকে মন্দির সবই খুলে ফেলা যায়, তাহলে শুধু স্কুলে আপত্তি কেন? লকডাউন তোলার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে টিউশনি। স্কুল শিক্ষকরা যখন টিউশনি করছেন, সেখানে তো মা বাবার হাত ধরে কোচিংয়ে পড়তে যাচ্ছে মুখে মাস্ক বেঁধে ছাত্রছাত্রীরা, তখন তো কেউ ভাবছে না, এমনকি ওই মাস্টারমহাশয় ভাবছেন না, যে বাড়িতে ওই ছাত্রছাত্রীরাই কাছাকাছি বসেছে বলে করোনা হবে। আর স্কুলের মধ্যে এলেই সবাই সবার গায়ে জড়িয়ে করোনা ছড়াবে নাকি?

করোনা পরবর্তী যুগে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ স্কুলে সব প্রয়োজনীয় ডিসিপ্লিনই বেশি রক্ষা করা সম্ভব যদি সক্রিয় থাকেন সিক্ষকরা, দায়িত্ব নেয় স্কুল প্রশাসন এবং তার জন্য সদর্থক ভূমিকা নেন অভিভাবকরা। উপরের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা, স্কুল থেকে বরং সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স একটি ভালো করে শিখবে এবং নিচু ক্লাসের বাচ্চাদের তা হাতে কলমে মিশতে মিশতে শিকিয়ে দেবে। মুখে মাস্ক দিতে হবে, করোনা থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে কী কী করতে হবে এসব তো শিক্ষকদেরকাছ থেকে স্কাস করেই বেশি বালো শেখা সম্ভব।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা ও চেতনার সমৃদ্ধি দিয়ে। তাই সমাজে করোনা ছড়ানো যদি প্রকৃতই বন্ধ করতে হয় তাহলে সেটা সবচেয়ে ভালো হবে ছাত্র সমাজের মধ্যে দিয়ে সতেতনতা ছড়িয়ে পারলে। তারাই বাড়িতে গিয়ে বাবা মাকে আরও বেশি সচেতন করে তুলতে পারবে। এটাই বাস্তব। ৫ বছর থেকে ১৫ বছরের ছাত্রছাত্রীদের উপর গবেষণা করে দেখা গেছে, শিশুদের শৃঙ্খলা শেখানো সবচেয়ে সহজ, প্রাইমারির বাচ্চাকে শৃঙ্খলা শেখানো অনেক সহজ, বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না এটাই সত্য যে তারা স্কুল থেকে শিখে গিয়ে অনেক সময় বাবা মাকে ও দৈনন্দিন জীবনে আচরণের অনেক আদর্শ কথা শেখায়। স্কুল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দীর্ঘ দুই দশক কাটানোর পেশাদারি শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, করোনা পরিবেশে পরিবর্তিত আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে সবার আগে শিশুরাই মনোবিজ্ঞানীরা তাই বলে থাকেন যে শিশুরাই সবার আগে নতুন কিছু শিখতে পারে। কিশোর কিশোরী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অনেক দ্রুত সম্ভব। যারা তাদের বালখিল্য আচরণ ভেবে আস্থা রাখতে পারছেন না সম্ভবত তাঁদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক যোগাযোগ ক্লাসঘরে কম হয়। যদি শিশুদের ভালোবাসতে পারেন, তাহলে একটা বার বললেই তারা প্রায় সমস্ত কথা শুনে চলে। তাই করোনা পরবর্তী এই যুগে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে মুখে মাস্ক বেঁধে রেখে সারাক্ষণ ক্লাসে থাকা শিশুদের পক্ষে সম্ভব। মাস্ক তারা খুলে ফেলবে না। আর ফেললেও সেটা পরিয়ে দেওয়ার জন্য সদা সতর্ক শিক্ষক এবং কর্মীরা থাকবেন।

সোজাকথা শিক্ষাকে সচল করতে হলে সকল পক্ষকেই দায়িত্ব নিয়ে স্কুল খোলার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। করোনা ভয় দেখিয়ে নিজেদের গুটিয়ে রাকার দিন ফুরিয়েছে। করোনা পরবর্তী যুগের শিক্ষক মহাশয়দের নিজেদের ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়ে পরিচালনা করতে হবে। পঠন পঠনের রকমফেরে বদল আসবে।

> মূল দায়িত্ব সরকারের। সহযোগিতার দায়িত্ব রাজ্যের শিক্ষককুলের। তবে কেউই অন্য কোনও রকম কারণ দেখিয়ে দায় এড়াতে পারেন না। আসলে তারা আগের মতন করেই ভাবছেন। সমস্যাটা এখানেই। করোনা পরবর্তী যুগে সরকার থেকে শিক্ষককুল, অভিভাবক সকলেই মাইন্ড সেটটার সবার আগে পরিবর্তন করা দরকার। কোনও পক্ষই কিছুতেই ভাবতে পারছেন না আগের মতন সমস্ত বাচ্চাকে একসঙ্গে আর স্কুলে আনা যাবে না। একসঙ্গে পড়ানো যাবে না। সকল বাচ্চাকে একটি শ্রেণির মধ্যে নিয়ে এসে লেখাপড়া করানো যাবে না।

এসবগুলো না করে শুধু করোনা আর শিশুদের উপরে দায় চালালে চলবে না।

একই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই বয়সের শিশু কিশোরদের মধ্যে করোনা আক্রমণ সবচাইতে কম। মহারাষ্ট্রে দু'লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র আড়াই হাজারের মতো ১০ বছরের কম বয়সী বাচ্চা, এবং সাড়ে তিন হাজারের একটু বেশি ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সী করোনা আক্রান্ত হয়েছে। এদেরে মধ্যে মৃতের সংখ্যা আরও অবিশ্বাস্য হলেও কম। ১০ বছরের নিচে মাত্র চারজন মারা গেছে, ১০-১৮ বছর বয়সীদের মধ্যে মারা গেছে ছয় জন (দ্রষ্টব্য মহারাষ্ট্র সরকারের করোনা বুলেটিন) এটাই বাস্তব। সারা বিশ্বে গবেষণা করে জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি জানাচ্ছে, সারা বিশ্বে সবচাইতে কম করোনা হয়েছে শিশুদের। আর লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ গবেষমা করে জানাচ্ছে সারা বিশ্বে যত স্কুল বন্ধ করা হয়েছে করোনা ছড়ানোর ভয় থেকে, সেটা অকারণেই হয়েছে। স্কুল থেকে করোনা ছড়ায় না ফ্রান্স, চিন, দক্ষিণ কোরিয়ার স্কুল খোলার পর সেই সব দেশে কোন কোন স্কুলে করোনা সংক্রমণ ঘটেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত স্কুল বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু সরকারিভাবে সমস্ত স্কুল বন্ধ করে রাখা হয়নি।

এসব কথা বললেই রাজ্যের শিক্ষককুলের একাংশ বলেন, ওইসব দেশের পরিকাঠামো আর এই রাজ্যের পরিকাঠামো এক নয়। এখানেই ওইসব বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা তথ্য নিয়ে কাজ করতে গেলে গিনিপিগ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হবে ছাত্রদের উপর। আমাদের ছাত্রারা আসলে ‘গিনিপিগ’ কতটুকু হবে জানা না কিন্তু এক শ্রেণির মাস্টারমশাইরা তাদের অনেকেই স্কুলের পাশে থাকবেন বলে বেতনের সঙ্গে ভাতা হিসেবে রেন্ট নিচ্ছেন, কিন্তু স্কুলে না যেতে পারার কারণ হিসেবে দেখাচ্ছেন যে ট্রেন চলছে না। সরকার সব জেনে বঝেও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। বিরোধী দলগুলো এদেরকাউকে ঘাঁটতে সাহস পায় না। এ রাজ্যের রাজনীতিতে শাসক বিরোধী সব রাজনৈতিক দলেরই সক্রিয় চিন্তাশীল ও প্রভাবশালী সদস্য শিক্ষকরা। তাদের যাবতীয় শিক্ষক সংগঠনের কাজ হল শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত ছুটিছাটা সংক্রান্ত নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, করা, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে শিক্ষার স্বার্থে স্কুলখোলার জন্য সরকারের কাচে ডেপুটেশন দেওয়া তো দূরের কথা, একটি অনুরোধও কোনও শিক্ষক সংগঠনের পক্ষে রাখা হয়নি। কেন শিক্ষকরা চাইছেন না? তাঁদের নিজেদের কথায় উত্তর একটাই সিশুদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তাঁরা রাজি নন। স্কুল খোলার প্রসঙ্গে কথা বললেই রে রে করে শিক্ষককুল এগিয়ে এসে বলেন, কী বলছেন? আমি নিজেও আমার সন্তানকে স্কুলে পাঠাব না? স্কুল খোলা মানে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ছেলেখেলা করা। সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স মেনে স্কুলে থাকা সম্ভব তাদের পক্ষে? এসব কথা বলার সময় কখনও ভাবা হয় না যে এই দেশে টিবির মতন অত্যন্ত সংক্রমক রোগে হাজার হাজার শিশুর প্রাণ কেড়ে নেয় প্রতি বছর। কিন্তু তার উদাহরণ দেখিয়ে সেটাকে কারণ করে স্কুল বন্ধ রাখা হয় না। করোনা কি তার চাইতে বেশি ছাত্র বা শিশুর প্রাণ কেড়েছে এখন পর্যন্ত? বছরে টিবিতে যত বাচ্চা মারা যায়, তার অর্ধেকের অর্ধেক কম বাচ্চা মারা গেছে এখনও পর্যন্ত করোনায়।

এদিকে দেশ বিদেশের বিজ্ঞানীর গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষার দেখা যাচ্ছে, অল্পবয়সীদের মধ্যে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা কম। কিন্তু এদেশের সরকার বা শিক্ষকরা তা মানতে চায় না। উল্টে মিডিয়ার প্রচার এমন ভয় ধরিয়ে দিয়েছে জনমানসেযে সমস্ত গবেষণা ও পরিসংখ্যান এদের সকলের কাছে মূল্যহীন। অথচ তথ্যে প্রকাশ, শিশুদের করোনা হচ্ছে খুব কম, বরং তারা স্কুলে না যেতে পেরে তাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রখ্যাত মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে শিশু চিকিৎসক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে সব চাইতে বেশি এই লকডাউনের শিকার আমাদের শিশুরা অবিলম্বে এদের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্তার নির্দেশ মেনে স্কুল খোলার এবং স্কুলে আসার ব্যবস্থা করা হোক, তাতে বাচ্চাদের জন্য ভয় নেইয বরং মানসিক দিক থেকে কল্যাণকর হবে, এটা বোঝানোর জন্য কেউ নেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অসমের এখনও ২৬টি জেলা বন্যাক্রান্ত, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৯২

গুয়াহাটি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : সংখ্যার দিক থেকে একটি জেলা কমলেও অসমের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে বন্যার কবলে পড়ে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এনিয়ে এবারের বন্যায় রাজ্যে মৃত্যুর সংখ্যা দাড়িয়েছে ৯২-এ। উজান থেকে শুরু করে মধ্য এবং নিম্ন অসমের ২৬টি জেলার বন্যা পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। ওই জেলাগুলির আরও সাতটি রাজস্ব চক্র এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। সব মিলিয়ে আজ মোট ৯৩টি রাজস্বচক্রের ৩,৩৭৬টি গ্রামের ৩৫,৭৩,৫৬৪ জন বন্যায় প্রভাবিত হয়েছেন। প্রথম, দ্বিতীয়ের পর এবারের তৃতীয় দফার বন্যা কবলিত জেলাগুলির মোট ১,২৭,৬৪৭.২৫ হেক্টর কৃষিজমি জলে প্লাবিত হয়েছে বলে সরকারি তথ্যে জানা গেছে।

আসাম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ)-এর সর্বশেষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার ডিব্রুগড় জেলায় তিনজন, তিনসুকিয়া ও বরপেটা জেলায় দুজন করে এবং বিশ্বনাথ ও গোলাঘাট জেলায় একজন করে মোট নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ আরও সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন বন্যার জলে পড়ে। তাঁদের মধ্যে শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত নদুয়ারের এক, বরপেটা জেলার সত্রেবাড়ির দুই, গোলাঘাট জেলার বোকাখাতে এক এবং মরিগাঁও জেলার মায়ঙে দুই ও ভুরাগাঁওয়ে একজন রয়েছেন।

এএসডিএমএ-এর বুলেটিনে জানানো হয়েছে, আজ কেবলমাত্র ওদালগুড়ি জেলার বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও প্রলয়ঙ্করী বন্যার কবলে রয়েছে রাজ্যের ২৬টি জেলা। এগুলি ধেমাজি, লখিমপুর, বিশ্বনাথ, শোণিতপুর, দরং, বাকসা, নলবাড়ি, বরপেটা, চিরাং, বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড়, ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা-মানচাকর, গোয়ালপাড়া, কামরূপ (গ্রামীণ), কামরূপ মেট্রো, মরিগাঁও, নগাঁও, হোজাই, পশ্চিম কারবি আংলং, গোলাঘাট, যোরহাট, মাজুলি, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া এবং কারবি আংলং জেলা।

ইতিমধ্যে বন্যা কবলিত জেলায় ত্রাণশিবিরের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬২৯টি। ওই শিবিরগুলিতে ৩৬,৩২০ জন বন্যার্ত আশ্রয় নিয়েছেন। এছাড়া বহু জীবজন্তু প্রভাবিত হয়েছে। এর মধ্যে বড় পশু ১৩,৮৮,২৬৬ (জলের তোড়ে ভেসে গেছে ৬টি); ছোট ৮,০৭,৩৩৪ (জলের তোড়ে ভেসে গেছে ৯টি) এবং পোল্ট্রি ১৩,৭৮,৫৭০টি প্রভাবিত হয়েছে।

গত বন্যার ২০৯টি ছাড়া আজ নতুন করে বসতবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে ৪০টি এবং আংশিক ক্ষতি হয়েছে ১৭টি। এর মধ্যে বরপেটা জেলায় ৩৫টি সম্পূর্ণ এবং ১৭টি বসতবাড়ি আংশিক, বাকসা জেলায় ৫টি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। গতকাল চিরাঙের ৩৫টি ও বরপেটার ১২টি বাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৪২টি বসতবাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

বন্যাকবলিত ধেমাজি, বরপেটা, চিরাং, বঙাইগাঁও, ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা, গোয়ালপাড়া, কামরূপ গ্রামীণ এবং মরিগাঁও জেলার বিভিন্ন স্থানে ১৮০টি নৌকা নিয়ে ৩,৯৯১ জন এনডিআরএফ, এসডিআরএফ জওয়ান, এসএসবি স্থানীয় মানুষ এবং প্রশাসনের লোকজন ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যে নিয়োজিত হয়েছেন। বেশ কয়েকটি সেতু ও কালভার্ট জলের তোড়ে ভেসে যাওয়ার পাশাপাশি বহু এলাকায় রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়ে গেছে।

বুধবার আগরতলায় বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে লেবু রস ও আনারস জনগনে খাওয়ানো হয়। ছবি- নিজস্ব।

কাছাড়ে এক মেডিক্যাল ছাত্রী সহ নতুন আক্রান্ত ১৭ জন

শিলচর (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে দ্রুত হারে। আজ বুধবার বিকেল পর্যন্ত ১৭ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। ওই তালিকায় যাদের শনাক্ত করা হয়েছে এদের মধ্যে একজন এমবিবিএস-এর ছাত্রী ২২ বছর বয়সি জয়শ্রী কুমারি এবং তিন বিএসএফ জওয়ান রয়েছেন।

তিন বিএসএফ জওয়ানই ধলছড়া ক্যাম্পের। তাঁরা হলেন লিলু রাম (৫৩), তিনি দিল্লি থেকে ফিরেছেন। মহেশ কুমার (৩০), তিনি আসেন রাজস্থান থেকে এবং তিনদিন থেকে জ্বরে ভুগছিলেন। আরেক বিএসএফ জওয়ান ভেঁসলে শান্তাজি। তাঁর পরিবারে অবশ্য আগেই করোনা সংক্রমণ ঘটেছে। আরেক সিআরপিএফ জওয়ান ইন্দ্রজিৎ কুমার (৩৭), তিনি বিহার থেকে বিমানে এসেছেন। নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ ধরা পড়েছে তাঁর। অপর আক্রান্ত কালাইনের তারক আজিজ (২১), তিনি চেন্নাই ফেরত, আমড়াঘাটের লাভু শর্মা, তিনি পুনে থেকে এসেছেন, নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউয়ের অল্পেশ রাজপতি, তিনি সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেছেন। বাকিদের মধ্যে রুক্মিণী টি এস্টেটের পুনম কুমারি (৩৫), শিলকুড়ির বিশ্বজিৎ মাল (২৪), ধরমখালের অনিতা মালা (৩৫), বাগবাহার টি এস্টেটের শানু মাহালি (২২), মতিনগরের হেমন্ত দাস (৩৪), কুরকুরি তৃতীয় খণ্ডের শুক্কুর আহমেদ (২০)। তাছাড়া তারাপুরের সুব্রত ঘোষ (৪১) ও রাজদীপ সিং (২৬)-এরও পজিটিভ এসেছে। তাঁরা কয়েকদিন ধরে জ্বর ও কাশিতে ভুগছিলেন।

আজকের ১৭ জন করোনা আক্রান্তদের ৬ জন বেঙ্গালুরু থেকে এসেছেন। বাকিদের মধ্যে চেন্নাই, পুনে, কলকাতা ও বিহার থেকে একজন করে। বেশিরভাগ বিমানে ফিরেছেন। তাই বিমানে কুম্ভিরগ্রামে নামতেই তাঁদের লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে।

কৌশল ভারত মিশনে স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থানের পরিসর তৈরি হয়েছে, দাবি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্ব যুব কৌশল দিবস এবং কৌশল ভারত প্রকল্পের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে জানিয়েছেন, পাঁচ বছর আগে শুরু হওয়া স্কিলড ইন্ডিয়া মিশনের মাধ্যমে কৌশল প্রাপ্তি, নতুন কৌশল শেখা, কৌশলকে বিকশিত করার জন্য এক বৃহৎ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে রোজগার বৃদ্ধি করার অবকাশ তৈরি করা হয়েছিল।এর মাধ্যমে পিএম কৌশল কেন্দ্র বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করার কাজ চলছে। আইটিআই এর সক্ষমতা এবং পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শক্তিশালী পদক্ষেপের জেরে বিগত পাঁচ বছরে পাঁচ কোটিরও বেশি যুবক কৌশলী হয়ে উঠেছে।তোমান পরিস্থিতিতে নতুন প্রযুক্তি এবং কৌশল শেখাটা যে একান্ত জরুরী এদিনের বক্তৃতায় তাপের মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

লকডাউনের ১০ দিন, ডিমা হাসাওয়ে এখনও গরিবদের বিলি হয়নি সরকারি কোনও সাহায্য, ক্ষোভ

হাফলং (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ডিমা হাসাও জেলায় করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণ রুখতে সমগ্র জেলা জুড়ে চলছে ১৪ দিনের লকডাউন। গত ৬ জুলাই থেকে সমগ্র পাহাড়ি জেলায় লকডাউন জারি হয়েছে। এদিকে লকডাউনের ১০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এখন পর্যন্ত পাহাড়ি জেলায় দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বসবাসকারী মানুষকে সরকারি কোনও ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

লকডাউনের দরুন অনেকের ঘরে খাদ্য সামগ্রীর সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে দিনমজুর করে পরিবার যাঁরা চালান তাঁদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তাছাড়া পাহাড়ি জেলার গ্রামঞ্চলের যে সব লোক বাজারে এনে শাক সবজি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন এঁদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। অনেকের ঘরে চাল নেই, ডাল নেই। তবুও এই লকডাউনে সরকারের পক্ষ থেকে এই সকল অসহায় মানুষদের জন্য কোনও ধরনের খাদ্য সামগ্রী বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে গত ৬ জুলাই লকডাউন ঘোষনা করে জেলা প্রশাসন যে নির্দেশিকা জারি করেছিল তাতে জেলার বিভিন্ন এলাকায় মাত্র ৩০ শতাংশ অত্যাবশক পণ্য সামগ্রীর দোকান ছাড়া অন্য কোনও দোকানপাট শাক সবজি ফলমূলের দোকান খোলা যাবে না। কিন্তু লকডাউনের এক সপ্তাহ যেতে না-যেতে দেখা যাচ্ছে, জেলা প্রশাসন থেকে মোটর পার্সের দোকান সহ আরও কিছু দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। অথচ গ্রামাঞ্চল থেকে যাঁরা স্থানীয় শাক সবজি নিয়ে আসেন তাঁদের এ ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে পুলিশ। এঁদের শাক সবজি তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, এই লকডাউন শুধু গরিবদের জন্য, বড়লোকদের জন্য কোনও লকডাউন নেই। কারণ অবাধে লকডাউন অমান্য করে ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ে চলাচল করছেন অনেকে এবং অবশ্যই বিনা কারণ বা জরুরি কাজ ছাড়াই। শুধু ঘোরাফেরা করার জন্য জেলা প্রশাসনের কিছু কর্তা এভাবে যানবাহন চলাচলের জন্য পাস বানিয়ে দিচ্ছেন বলেও বিস্তর অভিযোগ উঠছে। কিন্তু কিছু জরুরি কাজে সাধারণ মানুষ ঘর থেকে বেরোলেই তাঁদের পড়তে হচ্ছে পুলিশি হেনস্তার মুখে। তাই এই লকডাউন সম্পূর্ণ প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এমন-কি লকডাউনের মধ্যেই একাংশ মানুষ মানছে না কোনও বিধি নিষেধ। কেবল তা-ই নয়, বাজারে আগত অনেকেই সামাজিক দূরত্বও মানছে না। লকডাউনে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা নিয়ে এখন মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে গত এক সপ্তাহে ডিমা হাসাও জেলায় নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কোনও খবর নেই। ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মোট ১৩৫ জন রোগীর মধ্যে ১১৬ জন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। বর্তমানে ১৯ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে হাফলং কোভিড ওয়ার্ডে। তবে এখনও ৬০০-এর বেশি ব্যক্তির সোয়াব টেস্টের রিপোর্ট আসা বাকি বলে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে জানানো হয়েছে।

নিলামবাজারের পুরানো ডাকবাংলো প্রাঙ্গণে পুকুর সংস্কারের নামে বরাদ্দ ৩৮ লক্ষ টাকার কাজ কোথায়, উঠেছে প্রশ্ন

নিলামবাজার (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : জনগণের টাকাই সরকারের টাকা। সরকার বিভিন্ন খাতে জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে থাকে। এই রাজস্বের বিশাল পরিমাণ অর্থ রাজকোষে জমা পড়ে। পরবর্তীতে সরকার এই টাকাই দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করে থাকে। আর এই অর্থে নির্মিত কোনও প্রকল্প যদি জনগণের কাজেই না আসে, তা হলে প্রকারান্তরে জনগণের টাকাই নষ্ঠ হয়ে যায়।

এমজিএনআরইজিএস তহবিল থেকে ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ রকমই এক অর্ধনির্মিত প্রকল্প জনগণের কোনও কাজেই আসছে না।

করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নিলামবাজারের পুরানো ডাকবাংলো অর্থাৎ বর্তমান অস্থায়ী সার্কল অফিসের সম্মুখবর্তী ঐতিহ্যবাহী পুকুর সংস্কারের নামে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এমজিএনআরইজিএস তহবিল থেকে ৩৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। পুকুর সংস্কারে বেশ কিছু কাজ হলেও, মাঝপথে তা থমকে যায়। এক সময় এই পুকুরের জলের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন বৃহত্তর নিলামবাজার এলাকার মানুষ। কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে সংস্কারের অভাবে পুকুরটি তার গৌরব হারিয়ে ফেলেছে। ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে একসময়ের জীবনদায়ী এই পুকুরের জল। প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা সিদ্দেক আহমেদের এবং তৎকালীন সরকারের দীর্ঘ পনেরো বছরের শাসনকাল এলাকাবাসী পুকুরটি সংস্কারের জন্য বারবার দাবি জানালেও কোনও লাভ হয়নি।

২০১৬ সালে আজিজ আহমদ খান বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর এলাকাবাসীর দাবিতে তিনি পুকুরটি সংস্কারের জন্য এমজিএনআরইজিএস তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুর করিয়ে আনেন। তবে শুরু থেকেই কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। সরকারি বৃহৎ অঙ্কের টাকা অপচয় করে নিম্নমানের কাজ করায় দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিডিও সহ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে রীতিমতো সরব হয়েছিল এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। কিন্তু ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত না হওয়ায় বিধায়ক আজিজ আহমদের ব্যর্থতা নিয়ে এলাকার জনমণে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে।

নিলামবাজার পূর্ত গ্রামীণ সড়ক বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় ডাকবাংলো প্রাঙ্গণের এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী সরকারি পুকুরের জল পান করতেন বৃহত্তর নিলামবাজার এলাকার জনতা। কিন্তু প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক থাকাকালীন টানা ১৫ বছর পুকুরের কোনও ধরনের সংস্কারের কাজ করেননি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। অতি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পুকুরটি সংস্কার করে জলপানের উপযোগী করে তুলতে স্থানীয় বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের কাছে জোরালো দাবি তুলেন এলাকাবাসী। বিধায়ক নিজের ব্যক্তিগত তহবিলের অর্থ খরচ না করলেও তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় দক্ষিণ করিমগঞ্জ আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের নিলামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এমজিএনআরইজিএস তহবিল থেকেই প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করতে সক্ষম হন।

অনেক টালবাহানার পর পুকুরটি নতুন করে মাটি খনন সহ চতুর্দিকের আরসিসি প্রটেকশন দেওয়াল নির্মাণ করা হয়। কিন্তু কাজের গুণগত মান সহ অনিয়মের অভিযোগ তুলে দক্ষিণ করিমগঞ্জের তৎকালীন বিডিও ও দায়িত্বপ্রাপ্ত জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন স্থানীয়রা। নির্মাণ কাজের ব্যাপক দুর্নীতি নিয়ে একাধিকবার করিমগঞ্জের জেলাশাসক ও জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থার অধিকর্তার কাছে নালিশ জানানো হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় বিধায়ক আজিজ আহমদ খান বিষয়টি ধামাচাপা দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের।

তাঁদের অভিযোগ, প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হলেও রহস্যজনকভাবে পুকুরটির সংস্কার কাজ পূর্ণতা পায়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি মোটা অঙ্কের টাকা ব্যয় করে পুকুর খনন করা হলেও বাস্তবে কোনও কাজে আসেনি।

বর্তমানে পুকুরের জল এতই খারাপ হয়েছে ব্যবহার করা দূরের কথা, কেউ জলে নামলে শরীরে পচন ধরে, এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে। পুকুরের নোংরা জল থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গোটা নিলামবাজারের পরিবেশ বিষিয়ে তুলেছে। তাছাড়া পুকুরের নোংরা জল মাড়িয়ে নিলামবাজার সার্কল অফিস, সহকারী ভূবাসন অধিকারিকের কার্যলয়, পূর্ত গ্রামীণ সড়ক বিভাগের কার্যালয় ছাড়াও কয়েকটি সরকারি গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়ে নিত্য কাজে যাতায়াত করেন সাধারণ জনতা। এতে দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের ব্যর্থতা নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে জনমনে।

বিষয়টি নিলামাবাজার সার্কল অফিসার তথা দক্ষিণ করিমগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত ভিডিও ওয়াদিউল ইসলামের কাছে তুলে ধরে তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা।

দায়িত্ব নিলেন কাছাড়ের নয়া পুলিশ সুপার বনোয়ারলাল মিনা

শিলচর (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : কাছাড়ের নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে বুধবার সকালে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বনোয়ারলাল মিনা (আইপিএস)। বিদায়ী পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়ের কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। সোমবার রাতে শিলচর এসে পৌঁছেছেন মিনা। মঙ্গলবার পর্যন্ত নিজের কার্যালয়ে যথারীতি কাজ করেছেন বিদায়ী পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়।

বনোয়ারলাল মিনা ২০১৩ সালের আসাম ক্যাডারের আইপিএস অফিসার। মিনা এর আগে শদিয়া জেলায় একই পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি পশ্চিম গুয়াহাটির জিসিপি হিসেবে এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চেও কাজ করেছেন।

এদিকে কাছাড় জেলার বর্তমান পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়কে গুয়াহাটিরে কাহিলিপাড়ায় অবস্থিত ১০ নম্বর আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট পদে নিয়োগ করা করা হয়েছে। এই পদে কর্মরত গৌতম বরাকে নেওয়া হয়েছে গুয়াহাটি পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার হিসেবে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর করিমগঞ্জ জেলা থেকে বদলি হয়ে কাছাড়ে আসেন মানবেন্দ্র দেবরায়। সেদিন তিনি রাকেশ রোশনের কাছ থেকে দায়িত্বভার সমঝে নিয়েছিলেন। সম্প্রতি আসামে এসপি-ডিএসপি পর্যায়ে বড় রদবদল করা হয়েছে। এই বদলির তালিকায় রয়েছেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়ও।

এদিকে দায়িত্ব নিয়ে বনোয়ারলাল মিনা সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি জানান, করোনা সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে প্রদত্ত আইন কানুন যাতে কড়ায় গণ্ডায় পালন করা হয় সেদিকে নজর দেবেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে জনসাধারণের প্রতি আবেদন রেখে, ট্রাফিক আইন অনুসরণ করতে বলেন। যাতে সড়ক দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হয়।

বরাকের ডায়েরি ডেভলপমেন্টে জন্য বরাদ্দ ২৫.৫১ কোটি টাকা রিলিজের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে

শিলচর (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় ও করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক মিল্ক প্রডিউসার কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড (কামুল)-এর অধীনে ডায়েরি ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট অব বরাকভ্যালির জন্য ২০১৬/১৭ সালে ২৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু এই অর্থ এখন পর্যন্ত দিশপুরের সংশ্লিষ্ট দফতরে পড়ে রয়েছে, শিলচরে এই তথ্য জানান বরাক উপত্যকা উন্নয়ন কর্মচারী সংস্থার সভাপতি তথা আইনজীবী কুতুব উদ্দিন তালুকদার ও সম্পাদক বিশ্ব সিনহা।

আইনজীবী কুতুব উদ্দিন তালুকদার অভিযোগ করে বলেন, কাছাড় জেলায় সরকারি অবহেলায় দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে গতি আনা সম্ভব হচ্ছে না। গো-পালকরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। দুধের দাম বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। জেলায় ডায়েরি শিল্পকে নামমাত্র উৎপাদনে সীমিত রাখা হচ্ছে, বহুমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি রূপায়ণ হয়নি। জেলায় দুধ উন্নয়ন কর্মচারী সংস্থা তথা কামুল-এর শ্রমিক-কর্মচারীরা বারবার মঞ্জুরিকৃত অর্থ আদায়ের জন্য রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু এই অর্থ এবং দুগ্ধ শিল্প উন্নয়নের জন্য কাজে লাগানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

কুতুব উদ্দিন বলেন, রাজ্য সরকারের অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মার ওয়েলফেয়ার বিভাগের অধীনে বরাকের দুগ্ধ প্রকল্পের উন্নয়নে ২৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। ওয়েস্ট আসাম মিল্ক প্রডিউসার কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেডের অবহেলায় মঞ্জুরিকৃত অর্থ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন বরাক উপত্যকার গো-পালকরা।

তিনি এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। পাশাপাশি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে শীঘ্রই মঞ্জুরিকৃত অর্থ কাছাড়ের দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নে লাগানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আবেদন রেখেছেন বরাক উপত্যকা উন্নয়ন কর্মচারী সংস্থার সভাপতি তথা আইনজীবী কুতুব উদ্দিন তালুকদার ও সম্পাদক বিশ্ব সিনহা।

করিমগঞ্জে যান দুর্ঘটনা সংকটজনক দুই অটো যাত্রী

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত এক ভয়ংকর যান দুর্ঘটনায় দুই যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনাটি বুধবার বেলা একটা নাগাদ পাথারকান্দি থানা এলাকার চেরাগি বাজারে মাড়োয়ারি হোটেলের সামনে সংঘটিত হয়েছে। অটো এবং ট্রাকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই যাত্রীকে সংকটজনক অবস্থায় করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে এনে ভরতি করা হয়েছে। দুজনেরই চিকিৎসা শুরু হয়েছে।

জানা গিয়েছে, চেরাগি বাজার এলাকায় মাড়োয়ারি হোটেলের সামনে অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়কের উপর একটি অটো রিকশা ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে। অটোটি ট্রাকের নীচে ঢুকে যায়। ভাগ্য সহায় থাকায় অটো চালক অক্ষত থাকলেও দুই যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে আহতদের রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ১০৮ অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে চিকিৎসার জন্য করিমগঞ্জ পাঠিয়ে দেন। দুর্ঘটনায় আহত দুই অটো যাত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বেপরোয়া চালকদের জন্য প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনায় সাধারণ যাত্রীদের বেঘোরে প্রাণ দিতে হচ্ছে। জেলা পরিবহণ বিভাগের উদাসীনতার কারণে বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া অপ্রাপ্তবয়স্ক অটো, এপি, ম্যাজিক চালকদের দৌরাত্ম্য সমগ্র জেলায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অপরিপক্ক চালকদের জন্যই যাত্রী সহ সাধারণ পথচারীদের প্রাণ হাতে নিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে। লাইসেন্স বিহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক চালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বিভাগীয় অধিকারিকের কাছে দাবি জানিয়েছেন জেলার সচেতন নাগরিককুল।

উত্তরাখণ্ডে নিখোঁজ চার পর্বতারোহী

দেহরাদুন, ১৫ জুলাই (হি. স.): উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগের বাসুকি তাল এলাকায় ট্রেকিং করতে গিয়ে নিখোঁজ চার পর্বতারোহী।এই চার পর্বতারোহীর খোঁজে তল্লাশি অভিযানে নেমেছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ানরা। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী তরফে তৃপ্তি ভট্ট জানিয়েছেন, মঙ্গলবার কেদারনাথ থেকে ওই চার পর্বতারোহী বাসুকি তালের দিকে ট্রেকিং করতে গিয়েছিল।তাদের কোনো খোঁজ না পাওয়ায় পুলিশ রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে খবর দেয়।ওইদিনই তৎক্ষণাৎ তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়।কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জেরে সেই অভিযান মাঝপথেই থামিয়ে দিতে হয়। বুধবার সকাল থেকে ফের সেই অভিযান শুরু হয়েছে।বাসুকি তালের বিভিন্ন রুটে এনডিআরএফ জোয়ানদের পাঠানো হয়েছে পর্বতারোহীদের খুঁজে আনার জন্য।এর মধ্যে রয়েছে ত্রিযোগীনারায়ণ, সনপ্রয়াগ মনু কুটিয়ার মত রুট। এছাড়াও হেলিকপ্টারে করে আকাশ পথে চলছে তল্লাশি অভিযান। তল্লাশি অভিযানে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে সহায়তা করছে পুলিশ।

অসমে স্বাস্থ্য বিভাগের বিরুদ্ধে কালো ব্যাজ পরে কোভিড যোদ্ধাদের প্রতিবাদ

গুয়াহাটি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : অতিমারি করোনার আবহে গোটা অসমে স্বাস্থ্য বিভাগের কিছু নিয়মনীতির বিরুদ্ধে কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ জানালেন সারা অসম নার্স সংস্থার স্টাফ নার্সরা। সারা রাজ্যের প্রত্যেক জেলা হাসপাতালে কালো ব্যাজ পরে কর্তব্য পালন করছেন নার্সরা।

তাঁদের অভিযোগ, নার্সের বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নার্সদের ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ১৭ জুলাই পর্যন্ত তাদের এই প্রতিবাদ চলবে বলে তারা জানিয়েছেন। তাই কালো ব্যাজ পরেই অতিমারি কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে যার মতো নিজের নিজের কর্মস্থানে যোগ দিচ্ছেন। সরকার তাঁদের দাবিদাওয়া মেনে না নিলে ভবিষ্যতে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দিয়েছে নার্স সংস্থা।

বুধবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাইরে গেলে মাস্ক না ফেস শিল্ড

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে বাইরে গেলে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। কেউ কেউ আবার ফেস শিল্ড বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মুখাবরণ পরছেন। অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে, শুধু মাস্ক পরলেই হবে, নাকি ফেস শিল্ডও ব্যবহার করা উচিত।গবেষণা বলছে, তিন স্তরের কাপড়ের মাস্ক ঠিকভাবে পরলে এবং সামাজিক দূরত্বের নিয়মকানুন সঠিকভাবে অনুসরণ করলে সংক্রমণ থেকে ৯০-৯৫ শতাংশ সুরক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকে মাস্ক ঠিকভাবে সামলাতে পারেন না। কথা বলার সময় নাক-মুখ বের করে ফেলেন, কারণে-অকারণে থুতনির নিচে মাস্ক নামিয়ে রাখেন। কেউ কেউ আবার ঢিলেঢালা মাস্ক ব্যবহার করেন, ফলে চারপাশে ফাঁক রয়ে যায়। অনেকে আবার মাস্কের বাইরের অংশে বারবার হাত দেন এবং সেই হাত না ধুয়েই নাক-মুখ-চোখ স্পর্শ করেন। কেউ কেউ মাস্ক না ধুয়ে অথবা একবার ব্যবহার করে মাস্ক ফেলে না দিয়ে টানা ব্যবহার করতে থাকেন। এতে সংক্রমণ প্রতিরোধ হয় না। উল্টো

বিপদ বেড়ে যায়।ফেস শিল্ডের সুবিধা হলো, এতে কপাল থেকে চিবুক ছাপিয়ে ঢাকা থাকে। ফলে চোখে আলাদা করে গগলস বা চশমা পরতে হয় না, কথা বলতেও সুবিধা হয়। শিল্ড পরা থাকলে চাইলেও অজান্তে চোখে-মুখে-নাকে হাত দেওয়া যায় না, ফলে সংক্রমণের আশঙ্কা কমে। যাঁদের মাস্ক পরলে দম বন্ধ লাগে, ফেস শিল্ডে তাঁদেরও সুবিধা। শিল্ড বারবার জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, শিল্ড পরলে মাত্র দেড় ফুট দূরে দাঁড়িয়েও যদি কেউ হাঁচি-কাশি দেন, জোরে কথা বলেন বা হাসেন, সে ক্ষেত্রেও ৯৬ শতাংশ সুরক্ষা পাওয়া যায়।শিল্ডের কিছু অসুবিধাও আছে। এর দুই পাশে কিছুটা ফাঁকা জায়গা থাকে। ফলে ঠিক পেছনে বা পাশে কেউ হাঁচি-কাশি দিলে, জোরে কথা বললে বা হাসলে সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।কাজেই কেউ যদি মুখের সঙ্গে ভালো ফিট হয়, এমন তিন স্তরের কাপড়ের মাস্ক পরে সামাজিক দূরত্বের নিয়মকানুন মেনে চলেন, তাহলে এটিই হতে পারে ভালো বিকল্প। তবে কাজের সময় চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মাস্কের পর শিল্ড পরতে হবে। এতে বাড়তি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। জরুরি সেবাকর্মীরা সম্ভব হলে মাথায় ক্যাপ দিয়ে চুলও ঢেকে রাখবেন।

দীপিকাকে ডায়নার খোলা চিঠি

‘ককটেল’বন্ধুত্ব, ভালোবাসা আর উদ্দাম যৌবনের ছবি। মাত্র ৬৫ কোটি রুপি খরচ করে বানানো ছবিটি তুলে এনেছিল ১২৫ কোটি রুপিরও বেশি। হোমি আদাজানিয়া পরিচালিত অত্যন্ত সফল এই ছবির আট বছর পূর্ণ হলো সম্প্রতি। ‘ককটেল’ সিনেমাজুড়ে ছিল দীপিকা পাড়ুকোন ও ডায়না পেন্টির বন্ধুত্বের কথা। পর্দায় দীপিকা ও ডায়নার রসায়ন আজও ভুলতে পারেননি সিনেমাপ্রেমীরা। এই ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় ডায়নার। তাই ‘ককটেল’ তাঁর জীবনে বিশেষ এক ছবি। এই ছবির আট বছর পূর্তি উপলক্ষে ডায়না এক হৃদয়গ্রাহী খোলা চিঠি লিখেছেন দীপিকাকে। ‘ককটেল’ মানেই দুই তরুণী ‘ভেরোনিকা’ ও ‘মীরা’র বন্ধুত্ব এবং ত্রিকোণ প্রেমের কথা। এই ছবিতে দীপিকা, ডায়না ছাড়াও ছিলেন সাইফ আলী খান। এই বলিউড নায়িকা দীপিকার ওয়েবসাইটে লিখেছেন, ‘দীপিকা পাড়ুকোন আমার প্রথম ছবির প্রথম সহঅভিনেত্রী। আমি অচেনা, অজানা এক দুনিয়ায় পা রাখতে চলেছিলাম। সেই মুহূর্তে দীপিকা আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল। আমার ভয়কে দূর করেছিল। তাই আমার জীবনে দীপিকার প্রভাব অনেক। আমি তখন সদ্য তরুণী, পেশাদার মডেল ছিলাম। আর হঠাৎই আমি এক নতুন দুনিয়ায় পা রাখতে চলেছিলাম। যে দুনিয়া আমার কাছে নতুন আর সম্পূর্ণ অজানা। দীপিকা তত দিনে বেশ কয়েকটা ছবি করে ফেলেছে। ও তখন উঠতি তারকা। আমি সব সময় দীপিকার উষ্ণতা পেয়ে এসেছি। দীপিকা ওর সুন্দর হাসি হেসে সব সময় আমাকে অনুভব করাত যে আমি ওদেরই একজন।’ ডায়না এই চিঠিতে ‘ককটেল’ নিয়ে আর স্মৃতি রোমন্থন করেন। তিনি তাঁর প্রথম দিনের শুটিংয়ের কথাও বলেছেন এই চিঠিতে। ডায়না লিখেছেন, ‘আমি এখনো মনে করি, আমার প্রথম দিনের শুটিংয়ের কথা। আমরা লন্ডনে ছিলাম। আমি আমার হোটেলের ঘরে একলা বসে আছি। হঠাৎই দীপিকার কাছ থেকে একটা মেসেজ পাই। ও আমাকে ওর সঙ্গে ডিনারের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আমি ডিনারে গিয়ে দেখি, সেখানে সাইফ, সিনেমার পরিচালকসহ আরও অনেকে ছিলেন। দীপিকা নিজে থেকেই সেদিন এই উদ্যোগ নিয়েছিল। ও আমাকে অনুভব করাতে চেয়েছিল যে আমি ওদেরই একজন।’ চিঠির শেষেও দীপিকার প্রশংসা করতে ভোলেননি ডায়ানা, ‘আমি

প্রতিনিয়ত দীপিকার কাছ থেকে শিখি। ও সম্পূর্ণ পেশাদার। তাঁর নিয়মানুবর্তিতা সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক। ও কখনো সেটে দেরিতে পৌঁছায় না। আবার কখন প্যাকআপ হবে, তা নিয়েও ওর কোনো মাথাব্যথা নেই। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও দীপিকা জিমের জন্য ঠিক সময় বের করে। আমি অবাক হয়ে দেখেছি যে ও নিজেকে কীভাবে “ভেরোনিকা”তে বদলে ফেলেছিল, যে চরিত্রটি দীপিকার ব্যক্তিত্বের একশ আশি ডিগ্রি বিপরীত। পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে দীপিকা সব সময় সাহসিকতা দেখিয়েছে।’

লকডাউনে সোনম কাপুরের দিনরাত যেমন কাটছে

বলিউড তারকা সোনম কাপুর ছুটে বেড়াতে ভালোবাসেন। এক শহরে নাকি ১০ দিনের বেশি মন টেকে না তাঁর। লকডাউনের শুরুতেই লন্ডন থেকে উড়াল দিয়েছেন দিল্লি, শ্বশুরবাড়ি। সেখানে ১৫ দিনের কোয়ারেন্টিন শেষেও আরও দুই মাস ছিলেন। তারপর দিল্লি থেকে মুম্বাইয়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরেছেন। আপাতত মা-বাবা, বোন আর জীবনসঙ্গীকে নিয়ে সেখানেই কাটছে সোনমের দিনরাত। কাপুরদের বাড়ির পরিবেশ কেমন? এককথায় সোনমের উত্তর, ‘ম্যাড হাউস’।

সম্প্রতি ফিল্মফেয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফ্যাশনদিস্তা সোনম জানান, সেজেগুজে নতুন নতুন ডিজাইনের জামা, জুতা পরে ফটোশুট, ঘুরতে যাওয়ার দিনগুলোকে খুব মিস করছেন। তবে শ্বশুরবাড়িতেও তাঁর সময় মন্দ কাটেনি। সোনমের শাশুড়ি নাকি সোনমের মতোই সাজুগুজু করতে, নতুন নতুন জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়াতে আর ছবি তুলতে খুবই ভালোবাসেন। তবে আপনি যদি ভাবেন লকডাউনে তাঁরা ভেতরে ঢিলা পায়জামা আর টপস পরে ঘুরেছেন, তাহলে ভুল ভাবছেন। দুপুরে খাবার টেবিলে তাঁরা দুজন আলমারির সবচেয়ে সুন্দর জামাগুলো পরে খেতে বসেছেন। আবার বিকেলে বাগানে হাঁটতে বের হওয়ার সময় বদলে পরেছেন নতুন জামা, নতুন সাজ। লকডাউন বলে নিয়মের এতটুকু হেরফের হয়নি। ভোরবেলা উঠে ঠিকই গান গাইতে গাইতে ঘণ্টাখানেক ট্রেডমিলে ছুটেছেন। নিয়ম করে ক্যালরি মেপে খাচ্ছেন, সিনেমা দেখছেন। মাসখানেকও হয়নি দিল্লি থেকে ছুটে এসেছেন বাবার বাড়ি মুম্বাইয়ে। বাড়িতে তাঁর বাবা বলিউড তারকা অনিল কাপুর ব্যায়ামকে রীতিমতো নেশা বানিয়ে ফেলেছেন। সারা দিনে তিনি ৫-৬ ঘণ্টা ব্যয় করেন শরীরচর্চায়। ওদিকে সোনমের মা সুনিতা কাপুর আবার ঘণ্টাখানেক পরপর সবাইকে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়ান। তাঁর দিনের একটা বড় অংশ যায় ঘরবাড়ি আর আসবাব স্যানিটাইজার দিয়ে মুছতে মুছতেই। জীবনসঙ্গী আনন্দ আহুজা সোনমের শ্বশুরবাড়িতেও সারা দিন হোম অফিস করেছেন। নিজের শ্বশুরবাড়িতেও তার ব্যতিক্রম নয়। অন্যদিকে সাজুগুজু করে বই পড়তেও ভুলছেন না তাঁরা। সম্প্রতি সোনম কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন। সেখানে তাঁকে দেখা গেছে, লাল গাউন পরে, তার ওপর মানানসই কোট চাপিয়ে, গলায় হার পরে ফিফটি গ্রেটেস্ট শর্ট স্টোরি নামের গল্পের বই পড়তে।

চায়ের সঙ্গে টা

ছোলা—চাট

উপকরণ : আলু সেদ্ধ করে টুকরা করে নেওয়া ১ কাপ, ছোলা ৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে নিয়ে সেদ্ধ করে নেওয়া ২ কাপ, টমেটোকুচি স্বাদমতো, শসাকুচি স্বাদমতো, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ ছোট কিউব আধা কাপ, কাঁচা মরিচ পছন্দমতো, টালা মরিচের গুঁড়া স্বাদমতো, লবণ স্বাদমতো, ঝুরি ভাজা সাজানোর জন্য, তেঁতুলের সস পরিমাণমতো, টক দইয়ের সস ও সবুজ সস।তেঁতুলের সস বানাতে: তেঁতুলের পাতলা মাড় ১ কাপ, আখের গুড় ২ টেবিল চামচ, ভাজা ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, ভাজা জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, ভাজা পাঁচফোড়নগুঁড়া ১ চা-চামচ, ভাজা মরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, শুকনা মরিচ ফাঁকি আধা চা-চামচ (কমবেশি করা যাবে), লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

একটি প্যানে সব একসঙ্গে দিয়ে একটা বলক তুলে নামিয়ে নেবেন।

টক দইয়ের সস বানাতে উপকরণ: টক দই আধা কাপ, টালা জিরাগুঁড়া সিকি চা-চামচ, ভাজা ধনেগুঁড়া সিকি চা-চামচ, চাট মসলা আধা চা-চামচ, বিট লবণ সিকি চা-চামচ ও চিনি ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি

সব একসঙ্গে ভালো করে ফেটে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে টক দইয়ের সস।

সবুজ সস তৈরির উপকরণ: কাঁচা মরিচকুচি ৪-৫টি, পুদিনাপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা-চামচ ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

সব একসঙ্গে বিট করে নিতে হবে। ছোলা—চাট তৈরির প্রণালি: এক এক করে সব সস তৈরি করে নিন। এবার পরিবেশনের পাত্রে ওপরের সব উপকরণ নিয়ে মেশাতে হবে। ওপরের সব সস ও ঝুরি ভাজা দিয়ে সাজিয়ে ছোলা—চাট পরিবেশন করুন।

৬মিষ্টি চিড়া ভাজা

উপকরণ: সাদা চিড়া দেড় কাপ, নারকেল (স্লাইস করে কাটা) আধা কাপ, আখের গুড় আধা কাপ, কাজুবাদাম ও চিনাবাদাম ভাজা আধা কাপ, ভাজা শুকনা মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ ও তেল পরিমাণমতো (ডুবো তেলে ভাজার জন্য)।

প্রণালি: প্রথমে চিড়া ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। কড়াইতে তেল দিন, তেল গরম হলে অল্প করে চিড়া দিয়ে ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে।

নারকেল টুকরা অন্য একটি কড়াইতে ঢেলে নিতে হবে। এবার নারকেল নামিয়ে ওই কড়াইতেই এক টেবিল চামচ পানি দিয়ে দিন। গুড় গলিয়ে ঘন শিরায় মরিচগুঁড়া ও ঘি দিয়ে দিন। এবার নারকেল

দিয়ে একে একে অন্য সব উপকরণ দিয়ে দিন। ঘন ঘন নাড়ুন। শিরা মাখো মাখো হয়ে এলে নামিয়ে নিতে হবে।

৬.৬মুগ ডাল ভাজা

উপকরণ: কাঁচা মুগ ডাল ১ কাপ, বেকিং সোডা আধা চা-চামচ, ডুবো তেলে ভাজার জন্য তেল পরিমাণমতো, বিট লবণ সামান্য, লবণ স্বাদমতো, লাল মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, গরমমসলার গুঁড়া।

প্রণালি: বাটিতে মুগ ডাল নিয়ে এর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা বা সম্ভব হলে আরও বেশি সময় বেকিং সোডার সঙ্গে ভিজিয়ে রাখুন। যাতে ডাল ভিজে ফুলে ওঠে। এবার ডালগুলো ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। ডাল ধোয়া হলে পানি ঝরিয়ে নিন। ডালগুলো একটি ট্রেতে ছড়িয়ে কিচেন টিস্যু দিয়ে চেপে চেপে পানি শুকিয়ে নিন। দরকার হলে ফ্যানের নিচে ছড়িয়ে শুকিয়ে নিন।

এবার একটি কড়াইতে বেশি করে তেল দিয়ে তেল গরম করে ডাল দিয়ে ঘন ঘন দ্রুত হাতে নেড়ে ভাজুন। ডাল ঠিকমতো ভাজা হয়েছে কি না, বোঝার জন্য বুদ্‌বুদের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। যখন তেলে বুদ্‌বুদ কম উঠবে তখন বুঝতে হবে ভাজা হয়ে গেছে। ডালগুলো যখন ভাজতে থাকবেন তখন একটা প্যানের ওপর বড় ছাঁকনি বসিয়ে রাখবেন। ডাল ভাজা হয়ে গেলে সরাসরি ছাঁকনির ডালগুলো ঢেলে নিয়ে তেল ঝরিয়ে নিন। এবার একটি প্লেটে টিস্যু পেপার বিছিয়ে ওপরে ভেজে নেওয়া ডালগুলো রাখুন, যাতে অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়। ভেজে নেওয়া ডালগুলোতে এবার মসলা মাখিয়ে নিন ভালো করে। বাতাস যাবে না এমন একটি কৌটায় ভরে রাখুন এবং বিকেলের চায়ের আড্ডায় পরিবেশন করুন।

৬.৪পটেটো ওয়েজেস

উপকরণ: বড় আলু (তিন কোনা করে কাটা) ৫—৬টি, দুধ ১ কাপ, ডিম ১টি, ময়দা ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, মিক্সড হার্বস আধা চা-চামচ, চিলি ফ্লেক্স আধা চা-চামচ ও ডুবো তেলে ভাজার জন্য তেল পরিমাণমতো।

প্রণালি: আলু তিন কোনা আকৃতিতে লম্বা লম্বা করে কেটে ধুয়ে সামান্য লবণ দিয়ে পানিতে আধা সেদ্ধ করে নিন। একটি বাটিতে ডিম ফেটিয়ে তাতে দুধ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর আলুর টুকরাগুলো ঠান্ডা করে ডিমের মিশ্রণে মাখিয়ে রাখুন।

একটি পাত্রে ময়দা,কর্নফ্লাওয়ার, মরিচগুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ, মিক্সড হার্বস, চিলি ফ্লেক্স একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার দুধের মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখা আলুগুলো তুলে একটা একটা করে শুকনা ময়দায় ভালো করে গড়িয়ে তুলে রাখুন। অনেকটা তেল গরম করে মাঝারি আঁচে ওয়েজেসগুলো ভেজে তুলুন অথবা ইলেকট্রিক ওভেনে ২০০ ডিগ্রি প্রি হিটে ২০ মিনিট বেক করুন। সস দিয়ে গরম—গরম পরিবেশন করুন।

৬.৫মুরগির পপকর্ন

ম্যারিনেশনের জন্য উপকরণ: মুরগির বুক (ছোট কিউব কাট) ২ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, লাল মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ ও বাটার মিল্ক (১ কাপ দুধে ১ টেবিল চামচ ভিনেগার/লেবুর রস ৫ মিনিট রাখুন)।

শুকনা উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, লাল মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, মেশানো হার্ব ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, তেল (ডুবো তেলে ভাজার জন্য) পরিমাণমতো।

প্রণালি: একটি পাত্রে ম্যারিনেশনের সব গুঁড়ামসলা একসঙ্গে মুরগির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এভাবে রেখে দিন ১ ঘণ্টা।

এবার ম্যারিনেট করা মুরগিতে বাটার মিল্ক দিয়ে আরও ১ ঘণ্টা রেখে দিন। একটি ছড়ানো পাত্রে ময়দাসহ সব শুকনা উপকরণ মিশিয়ে নিন। মুরগির টুকরাগুলো শুকনা ময়দায় ভালো করে মিশিয়ে তুলে রাখুন। কড়াইতে অনেকটা তেল গরম করতে দিন। তেল গরম হলে ময়দায় গড়ানো মুরগিগুলো মাঝারি আঁচে ভেজে তুলে পছন্দমতো সস দিয়ে গরম—গরম পরিবেশন করুন।

জলে ডুবে মারা গেছেন মার্কিন তারকা

মার্কিন অভিনয়শিল্পী, মডেল ও সংগীতশিল্পী নায়া রিভেরার মৃত্যু পানিতে ডুবে হয়েছে। আর এটি নিছক দুর্ঘটনাবশত বলে দাবি ময়নাতদন্তে। ৩৩ বছর বয়সী নায়া জনপ্রিয় কমেডি টিভি সিরিজ ”গ্লি” তে সান্তানা লোপেজের চরিত্র করে জনপ্রিয় হন। সিরিজটি ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত, ৭ বছর চলেছে। যেদিন লেক থেকে নায়ার লাশ উদ্ধার করা হয়, এর ঠিক ৭ বছর আগে গ্লি সিরিজের আরেক অভিনয়শিল্পী কোরি মনটেইথের লাশ পাওয়া যায় হোটেলে। অতিরিক্ত হেরোইন ও অ্যালকোহল সেবনে তাঁর মৃত্যু হয়। আট দিন আগে, গত মঙ্গলবার চার বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে নৌকাভ্রমণে বের হন নায়া। লেক পিরু থেকে একটা প্যান্টুন নৌকা ভাড়া করে ছেলেকে নিয়ে ভ্রমণ শুরু করেন। ছেলেকে ওই নৌকা থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে সে পুলিশকে জানায়, তার মা নৌকা থেকে লাফিয়ে সাঁতার কাটছিল, তারপরে আর ফেরেনি। নায়া নিঁখোজ হওয়ার ৬ দিন পর সোমবার ডুবুরিরা তাঁর লাশ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। নায়ার ময়নাতদন্তে কোনো অ্যালকোহল, ওষুধ বা কোনো শারীরিক অসুস্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৪ বছর বয়সে সিবিএস সিটকম দ্য রয়্যাল ফ্যামিলি দিয়ে অভিনয় শুরু করেন নায়া। এখানে অভিনয়ের জন্য সেরা শিশুশিল্পী বিভাগে মনোনয়নও পান। তবে গ্লি-ই তাঁকে তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। একাধিক প্রেম আর বিচ্ছেদের পর অভিনেতা রায়ান ডর্সিকে ২০১৪ সালে ভালোবেসে বিয়ে করেন নায়া।

বুধবার আগরতলা রেল স্টেশন চত্বরে ডিওয়াইএফ'র কর্মীরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

করোনা-বিধি অমান্য করার ফল ! নেতৃস্থানীয়দের অবাধ গতিবিধির জন্য দুর্ভোগ কাটিগড়ায়

কাটিগড়া (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : অতিমারি করোনা ভাইরাসের কাঁটায় সমগ্র বিশ্ব জর্জরিত। তার পরও জ্ঞান ফেরেনি কাটিগড়ার একাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের। দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলায় প্রায় প্রতিদিনই করোনা পজিটিভের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। জেলার মধ্যে সবচেয়ে স্পর্শকাতর এলাকা হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাটিগড়া বিধানসভা নির্বাচন এলাকা। কাটিগড়ার চৌরঙ্গি বাজার, চেরাগি বাজার, কালাইন বাজার, গুমড়া বাজার এবং জালালপুর নতুন বাজার এলাকাগুলোতে জনসমাগম বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ওই বাজার এলাকায় প্রায়ই বাঁধভাঙা ভিড় হলেও প্রশাসনের তেমন তৎপরতা দেখা যায় না। যার ফলস্বরূপ সার্বিক পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কের প্রহর গুণছেন গরিব অসহায় সাধারণ লোকজন। আর এই গোটা ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য শাসকদলের একাংশ নেতা ও কর্মীর বেপরোয়া চলাফেরা ও দৈনন্দিন গতিবিধিকে দায়ী করছেন সাধারণ মানুষ।

করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে সরকারিভাবে কিছু নিয়মনীতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে সর্বত্র। সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে মুখে মাস্ক ব্যবহার এবং ঘনঘন হ্যান্ড স্যানিটাইজ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কাটিগড়ার হাটবাজারের একাংশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কার্যালয়ে নেই হ্যান্ড স্যানিটাইজের সুব্যবস্থা। এছাড়া সামাজিক দূরত্ব ও মাস্ক ব্যবহারেরও কোনও তাগিদ নেই। করোনা ভাইরাসকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখছেন অনেক সুশিক্ষিত ও তথাকথিত সমঝদার লোকজন। যার ফলে বর্তমানে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা পজিটিভের সংখ্যা। কাটিগড়ায় এ পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪২-এ। দোদুল্যমান পরিস্থিতিতে বর্তমানে প্রশাসনকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। কাটিগড়ার চৌরঙ্গি ও চেরাগি বাজার এলাকায় স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক ১৪ থেকে ১৮ জুলাই সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করে আবার দু ঘণ্টার মধ্যে সেই আদেশ প্রত্যাহার করায় জনগণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কার্যত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনেরও দিশেহারা অবস্থা হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরিস্থিতি একটু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কাটিগড়ায় প্রথম পর্যায়ে ২ জুলাই দুজন আক্রান্ত হওয়ার খবর আসে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৩ জন, তৃতীয় পর্যায়ে ১০ জলাই ২৩ জন, ১১ জুলাই ২ জন, ১৫ জুলাই আরও ২ জন মিলে কাটিগড়ায় মোট ৪২ জন করোনা পজিটিভের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, এই ৪২ জনের কোনও ট্র্যাভেল হিস্ট্রি নেই। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শুধুমাত্র কালাইন বাজারের হাসপাতাল চত্বরের পাঁচ জনের আক্রান্ত হওয়াটা।

গত ২ জুলাই প্রথম মামলা সামনে আসার পরও একাংশ নেতার খোলা বাজারে ভিড়ের মধ্যে অবাধে চলাফেরা মেলামেশা, সামাজিক অনুষ্ঠান, গোপন সভা সমিতির খবর কালাইন কাটিগড়ার হাওয়ায় গুঞ্জনের মুখ্য কারণ হয়ে উঠেছে। লাখ টাকার প্রশ্ন হচ্ছে, এত সব কঠিন পরিস্থিতি গত ৮ জুলাই বুধবার কালাইন হাসপাতাল থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বের কালাইন সর্বজনীন কালীবাড়িতে মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হয় পারিবারিক অনুষ্ঠান। জনৈক বিজেপি নেতার পারিবারিক ওই অনুষ্ঠানে তিনশোর বেশি মানুষ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে ভিড় জমিয়েছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিতির জন্য সামাজিক সংক্রমণের কারণ হয়ে ওঠে কিনা এমন আতঙ্ক তাড়া করছে কালাইনের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের।

প্রশ্ন উঠেছে. বর্তমান অতিমরিতে যাবতীয় পূজাপার্বণ, মন্দির মসজিদ বন্ধ রাখার ফরমান জারি থাকা সত্ত্বেও কালাইন সর্বজনীন কালীবাড়িতে বিশাল এই অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হল কীভাবে? কে কীভাবে এই অনুমতি আদায় করেচে? শাসক দলীয় নেতার পারিবারিক অনুষ্ঠান বলেই রাজনৈতিক চাপে পড়ে কি অনুমতি প্রদান করা হয়েছে? এক্ষেত্রে কালীবাড়ি পরিচালন কমিটির ভূমিকা সন্দেহজনক বলে মনে করছেন সাধারণ নাগরিকরা। এই অনুষ্ঠান উপস্থিত হওয়ার জন্য বর্তমানে গোষ্ঠী সংক্রমণের ঘটনা ঘটলে পরে এর দায়ভার কে নেবে? প্রশাসন না কালীবাড়ি কমিটি না ওই নেতা, এমন প্রশ্ন ঘোরপাক খাচ্ছে সমগ্র এলাকায়। উল্লেখ্য কালাইন বাজার ও চৌরঙ্গি বাজার দুটো গত সোমবার থেকে তিনদিনের জন্য বন্ধ রয়েছে। জনাকয়েক নেতা কর্মীর লাগামছাড়া চলাফেরার দরুণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বলে ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে এলাকার জনমানসে।

গুয়াহাটিতে ব্রহ্মপুত্র নদের জলস্তর ৬ সেন্টিমিটার কমলেও বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে এখনও

গুয়াহাটি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : গুয়াহাটিতে ব্রহ্মপুত্র নদের জলস্তর ৬ সেন্টিমিটার হ্রাস পেলেও এখনও বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সপ্তাহের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন অর্থাৎ মঙ্গল ও বুধবার রোদ দেওয়ার ফলে জলের স্তর কিছুটা কমেছে। তবে এখনও প্রায় এক মিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদের জল।

মহানগরে ব্রহ্মপুত্রের বিপদসীমা ৪৯.৬৮ মিটার। মঙ্গলবার দিনের বেলা নদে জলের স্তর বেড়ে হয়েছিল ৫০.৭৫ মিটার। আজ অর্থাৎ বুধবার ৬ সেন্টিমিটার কমে হয়েছে ৫০.৬৯ মিটার।

এদিকে নদের জলস্তর বাড়ার ফলে মহানগরের লাচিতঘাট, চন্দ্রপুর, উজানবাজার অঞ্চল জলে প্লাবিত হয়ে গেছে। নদের জল বাড়ার ফলে নদী, উপনদীগুলিও ফুলেফেঁপে উঠেছে। মহানগরের ভরলু নদী, মরা ভরলু নদীর জলের স্তরও বেড়েছে। অন্যদিকে বাহিনী নদীর জলস্তর বিপদসীমার ২ সেন্টিমিটার নীচে দিয়ে প্রবাহিত হলেও বুধবার জলস্তর ৪৮ সেন্টিমিটার বেড়েছে।

১৭ জুলাই লাদাখ যাচ্ছেন রাজনাথ ও নরবণে, শনিবার যাবেন শ্রীনগরে

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): আগামী ১৭-১৮ জুলাই লাদাখ এবং জম্মু ও কাশ্মীর সফরে যাচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গেই ১৭-১৮ জুলাই লাদাখ এবং জম্মু ও কাশ্মীর যাচ্ছেন সেনাবাহিনীর প্রধান মনোজ মুকুন্দ নরবণেও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পর এবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর এই লাদাখ সফর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

১৭ জুলাই, শুক্রবার প্রথমে লাদাখ যাবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং সেনাবাহিনীর প্রধান মনোজ মুকুন্দ নরবণেও। পরবর্তী দিন ১৮ জুলাই, শনিবার শ্রীনগর যাবেন রাজনাথ ও নরবণে। সূত্রের খবর, লাদাখে গিয়ে ফরওয়ার্ড লোকেশন পরিদর্শন করবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও সেনা প্রধান।

করোনা-সংক্রমণ রুখতে ১০ আগস্ট পর্যন্ত গোয়ায় জনতা কারফিউ : প্রমোদ সাওয়ান্ত

পানাজি, ১৫ জুলাই (হি.স.): গোয়ায় কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যেই গোয়ায় মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের, আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার ছুঁইছুঁই (২,৭৫৩)। কোভিড-১৯ ভাইরাসেই প্রকোপ রুখতে এবার কঠোর হল প্রমোদ সাওয়ান্ত সরকার। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় আগামী ১০ আগস্ট পর্যন্ত, রাত আটটা থেকে সকাল ছ''টা পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে "জনতা কারফিউ" লাগু থাকবে। শুধুমাত্র মেডিক্যাল পরিষেবায় অনুমতি থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, বুধবার থেকেই জনতা কারফিউ লাগু হবে। এছাড়াও আগামী শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার গোয়ায় লাগু থাকবে সম্পূর্ণ লকডাউন।

খোলা রয়েছে দরজা, শচীনকে বার্তা কংগ্রেসের

জয়পুর, ১৫ জুলাই (হি. স.) : প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলটকে দলে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস।বুধবার দলের নেতা অভিনাশ পান্ডে জানিয়েছেন, কংগ্রেসের দরজা তার জন্য সব সময় খোলা রয়েছে।বুধবার নিজের টুইট বার্তায় অভিনাশ পান্ডে লিখেছেন, শচীন পাইলটের জন্য দলের দরজা বন্ধ হয়নি। ভগবান ওনাকে সমৃদ্ধি দিক এবং নিজের ভুলত্রুটি বোঝা দরকার। বিজেপির মায়াজাল থেকে তিনি দ্রুত বেরিয়ে আসুন।এর আগে মঙ্গলবার কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের বৈঠকের পরে শচীন পাইলটকে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া নেওয়া হয়।শচীন পাইলট সহ ১৯ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে দলের কঠোর থেকে কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়। বিধানসভার অধ্যক্ষ সি পি যোশী ওই বিধায়কদের উদ্দেশ্যে নোটিশ জারি করে কৈফত তলব করেছেন। বিধায়কদের বরখাস্ত করার প্রক্রিয়াও চালানোর আশঙ্কা রয়েছে।রাজ্যের বিরোধী দলনেতা গুলাব চন্দ কাটারিয়া জানিয়েছেন, বিধায়কদের নোটিশ জারি করাটা সঠিক কাজ হয়নি। হুইপ শুধুমাত্র বিধানসভায় জারি হতে পারে. দলীয় বৈঠকে নয়।

ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে জলমগ্ন মুম্বই

মুম্বই, ১৫ জুলাই (হি. স.) : মুম্বই সহ পার্শবর্তী এলাকায় টানা বৃষ্টিপাতের জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।জনজীবন ব্যাহত।বাণিজ্য নগরীর প্রতিটি রাস্তায় জল জমে গিয়েছে।ফলে যান চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।দুর্ভোগের শিকার নিত্যযাত্রীরা। বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।জরুরি কাজ ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের আধিকারিক এস হোলাশিকর জানিয়েছেন, বিগত ২৪ ঘণ্টায় কুলাবায় ১২১.৬ মিলিমিটার, সান্তাক্রুজে ১০১.৩ মিলিমিটার, দহায়ু ১২৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। রত্নাগিরি এবং আলিবাগে বৃষ্টিপাত হয়েছে যথাক্রমে ১০১.৩ মিলিমিটার এবং ১২২.৬ মিলিমিটার।আগামী ৪৮ ঘণ্টায় মুম্বই সহ গোটা রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় অমলা সর্তকতা জারি করার পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের মাঝ সমুদ্রে না যাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

করোনায় আক্রান্ত পঞ্জাবের গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রী

চণ্ডীগড়, ১৫ জুলাই (হি. স.) : পঞ্জাবের মন্ত্রী তৃপ্ত রাজিন্দের সিংহ বাজওয়ার শরীরে মিলেছে করোনার সংক্রমণ।রাজ্য প্রশাসনিক অলিন্দে এর জেরে ছড়িয়ে পড়েছে চাঞ্চল্য।মন্ত্রিসভার প্রত্যেক মন্ত্রীকে করোনা পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। এই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছেন রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীরা।

মঙ্গলবার বিকেলে পঞ্জাবের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী রাজিন্দের সিংহ বাজওয়া করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরই মন্ত্রিসভার বাকি মন্ত্রীদের মধ্যে এমনকি প্রশাসনের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের মধ্যেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মন্ত্রকের বিভিন্ন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি মন্ত্রিসভার বৈঠকেও যোগ দিয়েছিলেন বাজওয়া।রাজ্যের প্রত্যেক মন্ত্রীরা বিভাগীয় বৈঠক আপাতত স্থগিত করে দিয়েছেন। একান্তবাসে রয়েছেন প্রত্যেকে। রাজ্যের সিভিল সচিবালয় সিল করে দিয়ে শোধনের কাজ চলছে।

মুম্বইয়ে ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ির একাংশ, গুরুতর আহত দু''জন

মুম্বই, ১৫ জুলাই (হি.স.): মুম্বইয়ে ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ির একাংশ। বাড়ি ভেঙে গুরুতর আহত হয়েছেন দু''জন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার মুম্বইয়ের গ্র্যান্ট রোডের পাভওয়ালা স্ট্রিটে অবস্থিত একটি বাড়ির একাংশ আচমকাই ভেঙে পড়ে। বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল এবং এম্বুলেন্স।

দমকল অফিসার অজয় যাদব জানিয়েছেন, বাড়িটি বহুদিনের পুরনো। বুধবার বাড়িটি আচমকা ভেঙে পড়ল আহত হন দু''জন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে এই বিপত্তি, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ভারী বৃষ্টির কারণেই বাড়িটির একাংশ ভেঙে পড়েছে।

এফসি আইতে চাকরির টোপ পৌনে এক কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : এফসিআইতে বিভিন্ন পদে চাকরির টোপ দিয়ে বেকার যুবকদের কাছ থেকে পৌনে এক কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। এ রাজ্যের পঞ্চান্ন জন প্রতারিত হয়েছেন বলে ইতিমধ্যে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। তারাতলা থানা এলাকার ব্রেস ব্রিজের বাসিন্দা ঘটনার সূত্রপাত ২০১৮ সালের মার্চ মাসের দিকে। পুলিসের কাছে লিখিত অভিযোগে প্রতারিত সুবোধকুমার সিং জানিয়েছেন, বৈজনাথ রায়, সঞ্জীবকুমার বার্নযাল, রঞ্জিতকুমার বার্নযাল এবং পিন্টু সিং নিজেদের এফসিআইয়ের কর্মী পরিচয় দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারি ওই দফতরে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁর এবং আরও ৫৪ জন বেকার যুবকের কাছ থেকে সাড়ে ৭৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এ বিষয়ে সম্প্রতি তদন্তে নেমেছে ওয়েস্ট পোর্ট থানার পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, বেকার যুবকদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার পর এফসিআই-এর লেটার হেডে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় তাঁদের। কিন্তু সেই নিয়োগপত্র নিয়ে এফসিআই-তে কাজে যোগ দিতে গেলে তাঁরা জানতে পারেন, নিয়োগপত্র ভুয়ো। এরপর টাকা ফেরত চাইলেও তা দিতে অস্বীকার করে অভিযুক্তরা। অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে।

দাবি পূরণে রাজ্য সরকারকে ১৫ আগস্ট সময়সীমা বেঁধে দিল সারা অসম সুলভ মূল্য ব্যবসায়ী সংস্থা

গুয়াহাটি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : নিজেদের প্রাপ্য পূরণ করতে রাজ্য সরকারকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সারা অসম সুলভ মূল্য ব্যবসায়ী সংস্থা। প্রাপ্য কমিশনের টাকা সরকার চুকিয়ে না দিলে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষার অধীনের চাল তোলা এবং বিতরণ বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অসম সুলভ মূল্য ব্যবসায়ী সংস্থার সদস্যরা।

গত দিন-তিনেক আগে সুলভ মূল্যের ব্যবসায়ীদের প্রাপ্য অধিকার এবং তাদেঁর দাবিদাওয়া সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় উপাধ্যক্ষ দেবেন বড়ো, মিত্রলাল খরেল, প্রদেশ মুখপাত্র গুঞ্জন কুমার বরা, সাধারণ সম্পাদক হরিনারায়ণ দত্ত, কর্ণধার সদস্য লক্ষেশ্বর দাস, বিষ্ণু দাস প্রমুখ। বৈঠকে জেলা সমিতিগুলোর সভাপতি সম্পাদকরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত সকলের পরামর্শে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা সমিতির প্রতিনিধি এবং রাজ্য সমিতির প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনে সংস্থার দাবি দাওয়া পূরণের জন্য রাজ্য সরকারকে ১৫ আগস্ট অবধি সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন সংস্থার সদস্যরা।

বিশ্বের সবথেকে সস্তা করোনা পরীক্ষার কিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি. স.) : বিশ্বের সব থেকে সস্তা করোনা পরীক্ষা কিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন বুধবার করলেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক। দিল্লি আইআইটি আরটি- পিসিআর ঘরানার এই কিটটি তৈরি করেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে করোসিওর। ইতিমধ্যেই ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর এবং ড্রাগ কন্টোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ডিসিজিআই করোসিওর ব্যবহারের সরকারি মঞ্জুরি দিয়ে দিয়েছে।ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে করোসিওর কিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক।

এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন যে এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। করোনার এই সংকটকালে দেশের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রগুলি উল্লেখজনক কাজ করেছে। করোসিওর তৈরীর জন্য আইটির গবেষকদের দেশবাসী মনে রাখবে।ভারতে যেভাবে গবেষণার কাজ হয়ে চলেছে তাতে বুক বেঁধেছে গোটা বিশ্ববাসী। প্রতিষেধক নির্মাণের দৌড়ে ভারতও পিছিয়ে নেই সেই বার্তাই পেয়েছে গোটা বিশ্ব। জানা গিয়েছে এই কিটটির দাম ৬৫০ টাকা। অন্য দেশ থেকে আমদানি করা পরীক্ষা কিট এর তুলনায় এটা খুবই সস্তা।আইটি দিল্লির অধিকর্তা

ছয়ের পাতায়

কানপুর অপহরণ কাণ্ডে যোগী সরকারের বিরুদ্ধে সরব প্রিয়াঙ্কা

লখনউ, ১৫ জুলাই (হি. স.) : কানপুরের একটি অপহরণ কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বডরা।কানপুরের যেই জায়গায় অপহরণ কান্ড সংগঠিত করা হয়েছে সেখানে কয়েকদিন আগে একটি বড় অপরাধমূলক কর্মকান্ড ঘটে গিয়েছিল। ফলে এর থেকে সহজে অনুমেয় রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিজের ফেসবুক পেজে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, কানপুরে এক যুবককে অপহরণ করে তুলে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা।পরিবারের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ চেয়েছে ওই দুষ্কৃতী দল।বাড়ি এবং গয়না বিক্রি করে ওই পরিবারটি ৩০ লক্ষ টাকা একত্রিত করেছে।পুলিশের কথামতো অপহরণকারীদের হাতে টাকার ব্যাগ তুলে দিয়েছে পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু পুলিশ দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার এবং অপহৃত যুবককে এখনও উদ্ধার করতে পারেনি। ঘটনাটি সেই কানপুরেই ঘটেছে যেখানে কয়েক দিন আগে বিকাশ দুবেকে গ্রেফতার করতে গিয়ে এনকাউন্টারে নিহত হন ৮ জন পুলিশ কর্মী।এত বড় ঘটনার পরেও হেলদোল নেই পুলিশ প্রশাসনের। এখন একটি পরিবার নিজের সন্তানের জন্য চিন্তিত হয়ে রয়েছে।নির্বিকার প্রশাসন।

করোনা পরীক্ষার নিরিখে তিন নম্বর স্থানে উত্তরপ্রদেশ

লখনউ, ১৫ জুলাই (হি. স.): উত্তরপ্রদেশে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু এরই মধ্যে পরীক্ষার নিরিখে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বিজেপি শাসিত এই রাজ্য। করোনা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষার নিরিখে ভারতের মধ্যে তিন নম্বর স্থানে রয়েছে উত্তর প্রদেশ।এর আগে রয়েছে তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্র। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যুগ্মসচিব অমিত মোহন প্রসাদ বুধবার জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত গোটা উত্তরপ্রদেশ জুড়ে ১২৭৭২৪১ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ৬ লাখে পৌঁছতে উত্তরপ্রদেশের লেগেছিল চার মাস সময়।আর ২৪ জুন পর্যন্ত এই মাইলফলকে পৌঁছেছে রাজ্য।হয়তো শীঘ্রই আগামী দিনে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে যাবে উত্তরপ্রদেশ পরীক্ষার নিরিখে। বর্তমানে রাজ্য সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৬২৮।২৫৭৪৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৬৮৫। নিহত ১০১২।

বৃষ্টিপাতের জেরে জলমগ্ন হওয়ার কারণে অবরুদ্ধ ৫৮ নম্বর জাতীয় সড়ক

দেহরাদুন, ১৫ জুলাই (হি. স.) : উত্তরাখণ্ডের চামৌলি জেলার পিপলকোটের কাছে ভানেরে জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে ৫৮ নম্বর জাতীয় সড়ক। ওই সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়েছে। দুর্ভোগের মুখে পড়েছে সাধারণ মানুষ। একইভাবে পিথোরাগড় জনপদেও গুঞ্জি- কুটটি সড়কও বন্ধ হয়ে রয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে আলমোড়ার ভিকিয়াসেন বুগিয়া ধার চোখুটিয়া মসুরিয়া রাজ্য সড়ক যেটি কিনা বন্ধ ছিল। বর্তমানে খুলে দেওয়া হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে কুমাও ও গাড়ওয়াল রেঞ্জে আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। যদিও এখনো আকাশে মেঘ রয়েছে। কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে।

কাজিরঙায় সোনালি বাঘ কাজি-১০৬-এফ, জেনেটিক পরিবর্তন, লক্ষণ ভালো নয় : বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ

গুয়াহাটি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় সোনালী বাঘের ছবি চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। অসমের কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে বিরল এই বাঘের ছবিটি তুলেছেন ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার জনৈক ময়ূরেশ হেন্দ্রে। তাঁর তোলা ছবিটি বন আধিকারিক পারবীন কাসোয়ান টুইটারে আপলোড করার পর অনেকেই ছবিগুলো দেখে আনন্দ উপভোগ করেছেন। তবে গোল্ডেন টাইগার কাজিরঙার জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ? একাংশের মাথায় এই প্রশ্নটিও ঘুরপাক খাচ্ছে।

২০১৪ সালে কাজিরঙার জঙ্গলে সোনালী বাঘের বিচরণ অনেকেই দেখেছেন। এর পর ২০১৬ সালেও কাজিরঙার জঙ্গলে সোনালী বাঘকে বিচরণ করতে দেখা গেছে। তবে জাতীয় উদ্যানে সোনালী বাঘের বিচরণ কোনও গৌরবের কথা নয়, মন্তব্য করেছেন বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্র শর্মা। তাঁর কথায় কাজিরঙায় যে সোনালী বাঘিনীর দেখা মিলেছে তার নাম রাখা হয়েছে কাজি-১০৬-এফ। তিনি জানান, কাজিরঙায় বাঘের বাসস্থান সংকুচিত হয়ে যাওয়ার ফলে বাঘেরা নিজেদের গোত্রের মধ্যেই সহবাস করছে। তার জন্য বাঘের জেনেটিক পরিবর্তন ঘটছে। ফলে তাদের শরীরের লোম সোনালী হয়ে যাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ বন জঙ্গল ধ্বংস। প্রাণীর জেনেটিক পরিবর্তন হওয়ার ঘটনার লক্ষণ ভালো নয়, ভয়াবহ ব্যাপার বলে দাবি করেছেন মন্তব্য করেছেন বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্র শর্মা।

গুয়াহাটির পর এবার গোলাঘাট কারাগারে করোনার সংক্রমণ, ৩০ জন পজিটিভ

গোলাঘাট (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : গুয়াহাটির পর এবার অসমের গোলাঘাট শহর এবং কারাগারেও করোনার ব্যাপক সংক্রমণ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার গোলাঘাট জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ জেলা কারাগারে র্যা পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করেছিল। কারাগারে মোট ৪৯ জনের কোভিড টেস্ট করা হয়। তার মধ্যে ৩০ জনের টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ ধরা পড়েছে। করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ২৪ জন কয়দি এবং বাকি ৬ জন কারাগারের কর্মচারী বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, কারাগারের ভেতরে কয়দিদের জন্য অস্থায়ী কোভিড হাসপাতাল তৈরি করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক বিভাস চন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, কারাগারের ভেতর অস্থায়ী কোভিড হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মীদের কোভিড আক্রান্তদের দেখভালের জন্য রাখা হবে। এই খবর প্রকাশ হওয়ার পর কারাগারে ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন বলে জানান জেলাশাসক মোদী।

মহারাষ্ট্রে একদিনে করোনায় আক্রান্ত ৭৯৭৫

মুম্বই, ১৫ জুলাই (হি. স.): মহারাষ্ট্রে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করুনার সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘণ্টায় গোটা রাজ্যজুড়ে আক্রান্ত হয়েছে ৭৯৭৫ জন।নিহত ২৩৩।ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৫৬৪০।নিহত ১০৯২৮। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৫২৬১৩।রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টপে জানিয়েছেন, শুধুমাত্র মুম্বাইতেই বিগত ২৪ ঘন্টায় নিহত ৬২ জন। থানেতে ১২২।বাণিজ্য নগরী মুম্বাইতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সব মিলিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬৪৭৪।নিহত সব মিলিয়ে ৫৪৬৭। বিগত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যজুড়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩৬০৬।

বুধবার আগরতলায় এআইডিওয়াইও এর পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর তৈরি করোনা-কমিটির সারবত্তা নিয়ে প্রশ্নে সাড়া

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : করোনার আবহে মুখ্যমন্ত্রীর তৈরি কমিটির কার্যকরিতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সম্পাদক-জাতীয়তাবাদী নেতা রন্তিদেব সেনগুপ্ত। ফেসবুকে এ ব্যাপারে সাড়া মিলেছে বিস্তর।

রন্তিদেব লিখেছেন, "করোনা আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মানুষ মারা যাচ্ছেন এই রাজ্যে। মৃতদেহ পড়ে থাকছে শহরের রাস্তায়। এই পরিস্থিতিতে আমার তিনটি অতি সরল প্রশ্ন। এক , করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলায় একটি গ্লোবাল অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদকে রাখা হয়েছিল সেই কমিটিতে। কোটি টাকা খরচ করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সেই কমিটির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। আমি জানতে চাইছি সেই কমিটির কি এখনো অস্তিত্ব আছে। যদি থাকে তাহলে এই পরিস্থিতিতে কমিটির বক্তব্য কী ? আর এতদিন করোনা মোকাবিলায় এই কমিটি কী মহার্ঘ পরামর্শ দিয়েছে। দুই , কোটায় ডাক্তারি পাশ করা যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক করোনা পরিস্থিতির শুরুতে রাজ্য সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা সেজে লম্ফঝম্প শুরু করেছিলেন তিনি এখন কোথায়। এ পরিস্থিতিতে তারই বা বক্তব্য কী। তৃতীয়ত , নিজের রাজ্যের মানুষকে যিনি চিকিৎসা পরিষেবা ঠিকমতো দিতে পারেন না , যার শাসনকালে বিনা চিকিৎসায় মানুষ রাস্তায় মারা যায় , তাকে বাংলার গর্ব বলব কেন ?"

৬ ঘন্টায় এই পোস্টে লাইক, শেয়ার ও মন্তব্য যথাক্রমে ১১৫, ২৬, ২২। ভাস্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সেটা যিনি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন নিজে বলছেন।জনগণের টাকায়।" তনুজা টক্রবর্তী লিখেছেন, "এই কমিটিতে আরও একজন স্বনামধন্য ডা:ছিলেন/আছেন, প্রেসক্রিপশন লেখার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল কোর্ট (অনুরাধা সাহাকে ভুল চিকিতায় মেরে ফেলার জন্য)।

প্রলয় ভট্টাচার্য লিখেছেন, "আর সেই অডিট কমিটি ? সেটা কোথায় গেল ? মিথ্যে বলে, চমক দিয়ে, রাস্তায় গোল দাগ দিয়ে, নিজে মাইকে প্রচার করে মানুষকে অল্প দিনের জন্যে বিভ্রান্ত করা যায়। কিন্তু এক সময় সবকিছু ই ঝোলা থেকে বেড়িয়ে পড়ে।স্বাস্থ পরিসেবা অত সহজ জিনিস নয়। এই যে এত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ঢাক পেটানো হয় , সেগুলো কোথায় গেল ? সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বলতে কি বোঝায়, সেটা উনি জানেন কি? সাড়া রাজ্যে ক''জন সুপার স্পেশালিটি ডাক্তার আছেন ? তাদের ক''জন সরকারী চাকরী করে না ? এ ছাড়াও এই ধরণের হাসপাতালে যে ধরণের প্রশিক্ষিত স্বাস্থ কর্মী ও পরিকাঠামো দরকার, তাই আছে কি ? নেই। একেবারেই নেই।নাই থাকতে পারে। কারণ সে ধরণের পরিকাঠামো ও স্বাস্থ কর্মী র সাড়া দেশেই খুব অভাব। নেই যখন,তাহলে এই সব সাধারণ হাসপাতাল গুলোকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বলা হচ্ছে কেন ? সাড়া রাজ্যে। এই ধরণের একটি মাত্র সরকারী হাসপাতাল আছে, যেটাকে আমরা এসএসকেএম হসপিটাল বলে জানি। সেখানেও অনেক কিছুর অভাব আছে। সেটাকে আগে ভালো ভাবে চালান না। কেন শুধু শুধু বড় বড় নাম দিয়ে স্বাস্থ সম্পর্কে মানুষ কে বিভ্রান্ত করছেন ? মানুষ কে এত বোকা ভাবেন কেন ?

মিহির কুমার ঘোষ লিখেছেন, "যিনি সব বিরোধী শক্তিকে নানান ভাবে খর্ব করতে পেরেছেন এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের (বাঙালি - অবাঙালী সব অফিসারদেরই) নীতিবোধ ও আত্মসম্মানবোধ ত্যাগ বা বিসর্জন করাতে পেরেছেন 'মা মাটি মানুষের' সেই বিশ্ববরেন্য (?) নেত্রীকে আমরা 'বাংলার গর্ব' হিসেবে গণ্য করতেই পারি তাঁর অসীম ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য !!! আমি অন্ততঃ তাঁর বহুমুখী বিরল প্রতিভার সমযোগ্য কাউকে দেখিনি আজ পর্যন্ত।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

পাচের পাতার পর

অধ্যাপক বি রামগোপাল রাও জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার, মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক, স্বাস্থ্যমন্ত্রক, আইসিএমআর সহযোগিতা করেছে।

আরাধ্য রাম

দুইয়ের পাতার পর

থাকুন। রাম তো সমগ্র বিশ্বের। নিজ দেশবাসীকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন, প্রতিটি নেপালির আরাধ্য হলেন রাম। (লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রাণবন্টন নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি রাহুল সিনহার

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : ত্রাণবন্টন নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করলেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা। ১ হাজার কোটি টাকা মোদী যে ত্রাণের জন্য দিয়েছিলেন, তার ৭০০ কোটি টাকা ত্রণমূল খেয়ে নিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

রাহুলবাবু বলেন, আমফান-তুফানে বাংলার ৯৯ শতাংশ লোক ত্রাণ পেয়ে গিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দাবি করেছেন, তা অত্যন্ত হাস্যকর। তাঁর মন্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের যে গ্রহণযোগ্যতা নেই তার প্রমাণ, সরকারি কর্মীরা ডিএ পেলেননা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ত্রাণপ্রাপকদের নামের তালিকা বিডিও অফিসগুলোয় টাঙাবেন। তা টাঙানো হয়নি। আগামী তুফান এলে টাঙাবেন কিনা, জানা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর ওপর বিশ্বাস আর তাঁর কথার ওপর ভরসা বাংলার মানুষের শেষ হয়ে গিয়েছে।

১ হাজার কোটি টাকা মোদী যে ত্রাণের জন্য দিয়েছিলেন, তার ৭০০ কোটি টাকা ত্রণমূল খেয়ে নিয়েছে। এই অভিযোগ করে রাহুলবাবু বলেন, ৩০০ কোটি টাকা হয়ত মানুষ পেতে পারে। যারা জীবনে পানের চাষ করেনি, তারা বরজ নষ্টের নামে টাকা তুলে নিয়েছে। এক একটি ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা ত্রাণ নিয়ে পরে টাকা ফেরৎ দিয়েছেন, তাঁরা এক একজন ২০ লক্ষ, ৩০ লক্ষ করে টাকা ফেরৎ দিয়েছেন। ওই টাকাই তো শেষ নয়! আরও টাকা আছে যা ওঁরা ফেরৎ দেননি বা সরকার ফেরৎ নেয়নি। কারণ, সরকারের মুখ পুড়ে যাচ্ছে। পুরো ত্রাণ নয়ছয় হয়েছে। রাহুলবাবু বলেন, আমাদের কলেজ স্ট্রিটে যে বইবাজার, তা বিশ্বের সবচেয়ে বড় বইবাজার, আমফান-তুফানে সেখানকার একটা লোক ত্রাণ পায়নি। এই ঐতিহাসিক বইবাজার যদি ত্রাণ না পেয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে ত্রাণ নিয়ে কী হয়েছে। ত্রাণপ্রাপকদের তালিকা টাঙাবেন বলেও কেন টাঙাতে পারলেন না? কারণ টাঙালে সব ধরা পড়ে যাবে। ঝুলি থেকে বেড়াল বেড়িয়ে পড়বে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতায়করছি। ত্রাণ নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার।

বৃহস্পতিবার থেকে সাতদিনের পূর্ণাঙ্গ লকডাউন শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই (হি. স.) : দ্রুত বেড়ে চলা সংক্রমণ রুখতে বৃহস্পতিবার থেকে সাতদিনের জন্য পূর্ণাঙ্গ লকডাউন শিলিগুড়িতে। সকাল ৯টা থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় লকডাউন কার্যকর হচ্ছে। বুধবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসে হওয়া টাস্ক ফোর্সের বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি শহরে পূর্ণাঙ্গ লকডাউন শুরু হয়েছে। সোমবার রাজ্য সরকারের তরফে চিঠি দিয়ে এই নির্দেশের কথা জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়।

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। বিশেষত মালদা, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে প্রতিদিনই সংক্রামিতের হদিস মিলছে। উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা মালদা জেলার। মঙ্গলবার পর্যন্ত সেখানে ১২০৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এছাড়া উত্তর দিনাজপুরে ৪৬০, কোচবিহারে ৩৫০, জলপাইগুড়িতে ৫৮২ জন আক্রান্ত হয়েছেন। শিলিগুড়িতেও হু হু করে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। দার্জিলিং জেলায় সংক্রামিতের সংখ্যা প্রায় হাজার। এই পরিস্থিততে ১৫ জুলাই অর্থাৎ বুধবার থেকে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা ও রায়গঞ্জে শহরব্যাপী লকডাউন শুরু হয়। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের তরফে এমনই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের নির্দেশ মোতাবেক ব্যবস্থা নিচ্ছেন জেলাশাসকরা। সংক্রমণ রুখতে এর আগে রাজ্যের কনটেনমেন্ট জোনগুলিতে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এবার উত্তরের এই শহরগুলিতে পূর্ণাঙ্গ লকডাউন শুরু হল।

রেকর্ড সংক্রমণ রাজ্যে, একদিনে আক্রান্ত ১৫৮৯

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : প্রতিদিনই রাজ্যে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রেকর্ড সংক্রমণের হার। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ফের রেকর্ড সংক্রমণ। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫৮৯ জন। এর আগে গত একদিনে রবিবার দেড় হাজার পার করেছিল আক্রান্তের সংখ্যা। একদিনে রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। করোনা মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭৪৯ জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১২,৭৪৭জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪, ৪২৭জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ২০,৬৮০জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১০০০জনের। রাজ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৬০.০৬ শতাংশ। বুধবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা থেকে ৪২৫টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০,৯৭৫। গত ২৪ ঘন্টায় ২২৫জন্য সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৬১৪৬জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘন্টায় ৯জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৫২৫জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৩০৪জন। বাকি মৃতদের মধ্যে একজন পশ্চিম বর্ধমান, তিনজন হাওরা, একজন হুগলি, ছয়জন উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ১১হাজার ৩৮৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬লাখ ৪৯হাজার ৯২৮টি। এখন রাজ্যে ৫২টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ৪হাজার ৩৩জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ১লাখ ১হাজার ৯৯৯জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ২৪হাজার ৩০৩জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৩লাখ ৩৮হাজার ২৯১জনের। এদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে ১৫৩টি ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টিন বানানো হয়েছে। যেখানে রয়েছেন, ১হাজার ১৫৮জন। এখান থেকে ছাড়া পেয়েছেন ২ লাখ ৭৫হাজার ৪৯জন। নতুন করে রাজ্যে শুরু হয়েছে " সেফ হোম" - এ রাখার প্রক্রিয়া। রাজ্যে ১০৬টি সেফ হোমে ৬ হাজার ৯০৮টি শয্যা রয়েছে। সেখানে রয়েছেন ৩৪১জন সামান্য উপসর্গ যুক্ত ব্যক্তি।

মার্কশিট নিয়ে নয়া নির্দেশিকা পর্ষদের

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বুধবার প্রকাশিত হল মাধ্যমিকের ফল। তবে, করোনার জেরে বদলে গিয়েছে মার্কশিট দেওয়ার নিয়ম। মার্কশিট নিয়ে বুধবার নয়া নির্দেশিকা পর্ষদের।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই বছর পড়ুয়াদের হাতে দেয়া হবেনা মার্কশিট। অভিভাবকদের দেওয়া হবে মার্কশিট। মার্কসিট আনতে লাগবে অভিভাবকদের পরিচয়পত্র এবং পড়ুয়ার সঙ্গে সম্পর্কের নথি। সমস্ত নথি নিয়ে যেতে হবে স্কুলে। অ্যাডমিট কার্ড এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নিয়ে অভিভাবককে স্কুলে যেতে হবে । মাধ্যমিকের মার্কশিট পাওয়া যাবে আগামী ২২ ও ২৩ জুলাই। তবে, স্কুল থেকে মার্কশিট দেওয়া নিয়ে এবার তৈরি হয়েছে গাইডলাইন। সেখানে বলা হয়েছে, মার্কশিট বিলির সময় শিক্ষক, অভিভাবক প্রত্যেককে মাস্ক পরতে হবে । নির্দিষ্ট সময় অন্তর হাত স্যানিটাইজ করতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হবে। যদি কোনও অভিভাবক স্কুলে যেতে না পারে সেক্ষেত্রে মিড-ডে মিলের মতো পড়ুয়ার বাড়িতে মার্কশিট পৌঁছে দিতে হবে স্কুলকে ।

উল্লেখ্য,এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ১০ লাখ ৩৫ হাজার পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ৮৬.৩৪ শতাংশ পাশ করেছে। ৬৯৪ পেয়ে পাস করেছে পূর্ব বর্ধমানের অরিত্র পাল। এবারে ছাত্র দের তুলনায় বেশি সংখ্যক ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। ছাত্রীর হার ছিল ১২.৭২ শতাংশ। এবার প্রথম দশের তালিকায় রয়েছে ৮৪ জনের নাম।

লালবাজারে অভিযোগ জানাতে গিয়ে বাধা পেলেন সৌমিত্র খান উত্তেজনা এলাকায়

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : রাজ্যের ভেঙ্গে পড়া আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এবং শাসকদলের বেলাগাম হিংসার রাজনীতি'-র অভিযোগ জানাতে গিরে বুধবার লালবাজারের প্রবেশপথে বাধা পান বিজেপি সাংসদ তথা যুব জনতা মোর্চার রাজ্য সভাপতি সৌমিত্র খান। এনিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়।

এদিন দুপুরের পর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে কলকাতা পুলিশের সদর দফতরে ঢুকতে গেলে মূল প্রবেশপথ লোহার ফটক বন্ধ করে আটকে দেওয়া হয়। একটি স্মারকলিপি তিনি ভিতরে ঢুকে কোনও পুলিশকর্তার হাতে দিতে চান। কিন্তু পুলিশ তাতে সমস্তি দেয়নি। তাঁকে বলা হয় যা দেওয়ার প্রবেশপথের পাশে জমা করে রিসিভ কপি নিতে পারেন। তিনি সম্মত না হয়ে চেঁচামেচি করতে থাকেন। ভিড় জমে যায়। শেষ পর্যন্ত বাইরে থেকেই স্মারকলিপি জমা দিয়ে যান। বাইরে তিনি সাংবাদিকদের অভিযোগ করেন, তিনি পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে লালবাজারে এসেছিলেন। তা সত্বেও একজন সাংসদকে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হল না। এটা লজ্জার।'

বৃহস্পতিবার বিধানসভা ভবনে কংগ্রেস ও বাম বিধায়কদের অবস্থান-বিক্ষোভ

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : আমজনতার সীমাহীন দুর্দশার প্রতিবাদ জানাতে বৃহস্পতিবার বিধানসভা ভবনে অবস্থান-বিক্ষোভে বসবেন কংগ্রেস ও বাম বিধায়করা।

বুধবার বিধানসভা ভবনের সামনে বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান সাংবাদিকদের একথা জানিয়ে বলেন, এতে সুরাহা না হলে আমরা নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে ধর্ণা দেব। উনিও বিরোধী দলে থাকার সময়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। উনি পুলিশ দিয়ে বার করে দেবেন? আমরা তাতে ভয় পাই না। কারণ, মানুষ খুব কষ্টে আছে। তবে, আমরা ওনার মত বিধানসভা ভাঙচুরে যাব না।

লকডাউনের বিভিন্ন বিধি মেনে কাল বিধানসভা ভবনে এই অবস্থান হবে বলে মান্নান ডানান। পাশে বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তীকে রেখে বলেন, "আমরা দু'জনই থাকব। কিছু বিধায়কও থাকবেন। যতক্ষণ বিধানসভা খোলা থাকবে, ততক্ষণ চলবে এই অবস্থান। এই সরকার লকডাউনে ১০০ দিন সময় পেয়েছে। এই সময়কালে আমরা বিরোধীরা তো কোনও মিছিল করিনি। নবান্ন ঘেরাও করিনি। তা সত্বেও করোনার ওপর রাশ টানতে পারছেন না। লোকে আতঙ্কের মধ্যে আছেন করোনা হলে কোথায় যাবেন? কেবল বাম বা কংগ্রেস নন, দলমত নির্বিশেষে অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন। আজই একজন তৃণমূল কাউন্সিলার মারা গেলেন। খুব দুঃখজনক ঘটনা।

বিগত ২৪ ঘন্টায় সর্বাধিক করোনা পরীক্ষা গোটা দেশে

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি. স.): দেশজুড়ে এখনো পর্যন্ত সর্বাধিক করোনা পরীক্ষা বিগত ২৪ ঘন্টায় হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশজুড়ে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৩ লক্ষ ২০ হাজার। সবমিলিয়ে এখনো পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে ১ কোটি ২৪ লক্ষের বেশি। দেশে করোনা পরীক্ষা হচ্ছে ১২২৩ টি পরীক্ষাগারে। এর মধ্যে সরকারি পরীক্ষাগার হচ্ছে ৮৬৫ এবং বেসরকারি পরীক্ষাগার ৩৫৮।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু এর নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতি ১০ লাখে ১৪০ টি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। হু এর এই মানদণ্ডে দেশের ২২ টি রাজ্য উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।এই নিরিখে সবথেকে বেশি পরীক্ষা গোয়ায় করা হচ্ছে। যেখানে প্রতি ১০ লাখে পরীক্ষা করা হয়েছে ১০৫৮।দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাজধানী দিল্লি।যেখানে প্রতি ১০ লাখে পরীক্ষা করা হয়েছে ৯৭৮।

মহিলা

● **প্রথম পাতার পর**

বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের গুলিরাইবাড়ি এলাকায়। দুপুরে হাসপাতালেই এই যুবকের সাথে কন্যারানীর পরিচয় হয়। তখন ঐ যুবক তাকে ৫ হাজার টাকা এক কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে দ্বিগুন টাকা পাইয়ে দেবার কথা বলে। সেই ফাদে পা দিয়ে কন্যারানী দেববর্মা তাকে ৫ হাজার টাকা দেয়।

সেই ফাদে পা দিয়ে কন্যারানী দেববর্মা তাকে ৫ হাজার টাকা দেয়। এই সুযোগ নিয়ে যুবকটি টাকা হাতিয়ে পালিয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ যাবৎ তার কোন হদিশ না পেয়ে বিষয়টি বুঝতে পারেন তিনি। চিৎকার চেচামেচি করলে লোকজন জড়ো হয়। যদিও প্রতারক যুবকের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

নতুন আক্রান্ত

● **প্রথম পাতার পর**

দুই মহিলা কনস্টবল করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আজ ৯ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন কিট দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৪ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তিনি বলেন, আজ দুই কনস্টেবল এবং করোনা আক্রান্ত সাব-ইন্সপেক্টরের স্ত্রী ও সন্তানের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁর দাবি, থানার বাকি কর্মী এবং সাব-ইন্সপেক্টরের স্ত্রী ও সন্তানের সংস্পর্শে এসেছেন যাঁরা তাঁদের খুঁজে বের করে পরীক্ষা করা হবে।

এদিকে, বিশ্রামগঞ্জ থানায় গত পরশু ২৮ জনের এবং আজ ২০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁদের রিপোর্ট এখনও আসেনি।

ত্রিপুরায়

● **প্রথম পাতার পর**

মিশন স্কুলের ৭১ জন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। পরীক্ষায় সফল হয়েছে ৬৯জন। প্রথম বিভাগে এই ৬৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। বিদ্যালয়ের যুগ্মভাবে প্রথম স্থান দখল করেছে মৈনাক পাল এবং অভিজ্ঞান মজুমদার।

অন্যদিকে স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা মিশন স্কুলের দীপায়ন কর্মকার ৯৬ শতাংশ নম্বর নিয়ে প্রথম হয়েছেন। এছাড়া ইশিতা সিন্‌হা ও শুভম সিন্‌হা ৯৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে দ্বিতীয় এবং তমাল দেবনাথ ভৌমিক ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে চতুর্থ স্থান দখল করেছে।

রাজস্থানে

● **প্রথম পাতার পর**

অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল। এমন-কি এক সময় সে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল। চিকিৎসা করে করোনা মুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি তার ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আইন মেনে গর্ভপাতও করা হয়েছে। এদিকে, টিসিপিসিআর নাবালিকার পরিবারের কাউন্সেলিং করেছে। তাতে তারা মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছেন।

মৃত ১৩৬,৪৩২

আটের পাতার পর

লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৩২-তে পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৮৫০ জনের।

আমেরিকার মধ্যে সর্বপ্রথম লকডাউন শিথিল করা হয় ফ্লোরিডায়। শুধুমাত্র ফ্লোরিডাতেই শেষ ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) মৃত্যু হয়েছে ১৩২ জনের, এছাড়াও কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ৯ হাজার জন।

জোন ঘোষণা

● **প্রথম পাতার পর**

রাজ্য এবং জাতীয় সড়কে পণ্য ও লোক চলাচল, পণ্য লোডিং, আনলোডিং-র কাজ এবং বাস, ট্রেন, বিমানে করে যে সব যাত্রী গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাবেন তারাই ছাড় পাবেন। এই আদেশে আরও বলা হয়েছে সুইমিং পুল, পার্ক, বিভিন্ন হল, অডিটোরিয়াম এবং এধরণের জায়গা ৩১ জলাই ২০২০ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধূলা, বিনোদনমূলক, সাংস্ক'তিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য বড় জমায়েতমূলক অনুষ্ঠানের উপর নিষেধা' আরোপ করা হয়েছে। জেলাশাসকের আগাম অনুমতি ছাড়া এধরণের জমায়েত করা যাবেনা। বিয়ের অনুষ্ঠানে ৫০ জনের বেশী এবং শেষক'ত্যের অনুষ্ঠানে ২০ জনের বেশী জমায়েত করা যাবে না। এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং রাজ্যের মুখ্যসচিব যে সব কার্যবলীর উপর নিষেধা' আরোপ করেছেন তাও এই সময়ে করা যাবেনা। ধলাই জেলায় ঘোষিত কনটেইনমেন্ট জোন এবং বাফার জোনে যে সব বিধিনিষেধ এর আগেই আরোপ করা হয়েছে তাও বলবৎ থাকবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আই পি সি'র ১৮৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোভিড-১৯ (নোভেল করোনা ভাইরাস)-র সংক্রমণ প্রতিরোধে গোমতী জেলার জেলাশাসক ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী সমগ্র গোমতী জেলায় জন জমায়েত এবং সভা সমাবেশ করার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এছাড়া ওই আদেশে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দুই কিলোমিটার এলাকা ছাড়া সমগ্র জেলায় রাত ৯টা থেকে পরেরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ে জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কারুর ঘর থেকে বেরনোর উপর নিষেধা' আরোপ করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ২ কিলোমিটার এলাকায় সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত সময়ে কার্ফ জারি থাকবে।

এই আদেশে আরও বলা হয়েছে সমস্ত জোনেই ৬৫ বছরের বেশী বয়সের ব্যক্তিগণ, যারা বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন, অন্ত:সত্বা মহিলারা এবং অনুর্ধ ১০ বছরের শিশুরা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জরুরী কাজ ছাড়া বাড়ি থেকে বের হতে পারবেন না। প্রত্যেকের মুখে মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জনবহুল এলাকায় এবং যানবাহনে সমাজিক দূরত্ব যথাযথভাবে বজায় রাখতে হবে। জনবহুল এলাকায় পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রকাশ্যে কেউ থুথু ফেললে তাকে জরিমানা করা হবে। প্রকাশ্যে মদ্যপান, গুটকা, পান, তামাক সেবন করা যাবেনা। উল্লিখিত নিষেধা' ১১ জলাই ২০২০ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং তা ৩১ জলাই ২০২০ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আই পি সি'র ১৮৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১৯৭৩-র ১৪৪ ধারা অনুযায়ী সমগ্র জেলায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এতে জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ২ কিলোমিটার এলাকা ছাড়া অন্যত্র রাত ৯টা থেকে পরের দিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সময়ে অপ্রয়োজনীয় যে কোন কারণে মানুষের চলাচলের উপরও নিষেধা' আরোপ করা হয়েছে। জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ২ কিলোমিটার এলাকায় সন্ধ্যা ৭টা থেকে পরেরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত সময়ে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সময়েই অপ্রয়োজনীয় কারণে মানুষের চলাচলের উপরও নিষেধা' আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশে আরও বলা হয়েছে কনটেইনমেন্ট জোন অরে' জোনে রূপান্তরিত হবার আগ পর্যন্ত শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা সেখানে বহাল থাকবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর নিষেধা' বহাল থাকবে। সমস্ত কাজের জায়গায় মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং রাজ্যের মুখ্যসচিবের আদেশ অনুসারে যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে তাও বহাল থাকবে। এই নিষেধা'গুলি ৩১ জলাই ২০২০ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আই পি সি'র ১৮৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংগঠনগুলি

● **প্রথম পাতার পর**

পলাশ ভৌমিক জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ১০৯টি রোটে ১৫১টি রেলকে বেসরকারীকরণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা জনবিরোধী। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সারা দেশে কর্ম সংস্থানের উপর যে প্রভাব পড়বে তেমনি যাত্রীভাড়া বাড়বে।

এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সারা দেশে কর্ম সংস্থানের উপর যে প্রভাব পড়বে তেমনি যাত্রীভাড়া বাড়বে। সেই সাথে রেলে নিয়োগ বন্ধ করার ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এই বিষয়গুলি এদিন রেলমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠানো চিঠিতে তোলে ধরা হয়েছে বলে জানান পলাশ ভৌমিক।

এদিনের আন্দোলন কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব, টিওয়াইএফ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারা রাজ্যেই বিক্ষোভ কর্মসূর্চি সংগঠিত করেছে এই ২ বাম যুব সংগঠন।

দপ্তরকে

● **প্রথম পাতার পর**

অরোণাদ্বয় সাহা, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মিহির দেব সহ কমিটির অন্যান্যরা।ত্রিপুরায় ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের পোশাক ক্রয়ের খরচ দিচ্ছে রাজ্য সরকার। শুধু তা-ই নয়, এখন থেকে এক অর্থবছরেই ওই অর্থ ছাত্রছাত্রীদের বরাদ্দ করা হবে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বুধবার বলেন, ত্রিপুরায় প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া সকল ছাত্রী, সকল এসটি, এসসি, বিপিএলভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের ড্রেস গ্রান্ট বাবদ প্রতিজনকে ৬০০ টাকা করে অর্থ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তাতে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩,৯৫,২৮৯ জন ছাত্রছাত্রীকে ড্রেস গ্রান্ট দেওয়া হবে। এর মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৩, ১০,৮৯৯ জনকে ইতিমধ্যে এই ড্রেস গ্রান্টের অর্থ দেওয়া হয়েছে। বাকিদের ক্ষেত্রেও দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

ড্রেস গ্রান্টের অর্থ প্রদান সম্পর্কে তাঁর দাবি, এতদিন যাবৎ এক অর্থবছরের টাকা পরবর্তী অর্থবছরে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হত। কিন্তু এ বছর থেকে নির্দিষ্ট অর্থবছরের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের ড্রেস গ্রান্টের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে চলতি অর্থবছরে ছাত্রছাত্রীরা দু'বার ৬০০ টাকা করে ড্রেস গ্রান্ট পাবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ড্রেস গ্রান্ট যেমন চলতি অর্থবছরে পাচ্ছে পাশাপাশি চলতি অর্থবছরে ড্রেস গ্রান্টের টাকাও এ বছরই পেয়ে যাবে। চলতি অর্থবছরে ৩,৭৯, ১৩১ জন ছাত্রছাত্রী ড্রেস গ্রান্ট পাবে।

যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

লালসিংমুড়া গ্রামেই বসবাস করত।

পুলিশকে সে বলেছে, ছোট খাবারের দোকান রয়েছে তার। কিন্তু করোনা-র প্রকোপে লকডাউন জারি হওয়ায় রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। তাই গত ৬ জুলাই একটি কালার প্রিন্টার ক্রয় করেছিল। ফটোকপির ব্যবসা করে রোজগার হবে বলে মনে করে। অবশ্য, প্যানকার্ড এবং আধারকার্ড সে কীভাবে বানিয়েছে সে-বিষয়ে স্পষ্টভাবে পুলিশের কাছে কিছুই জানায়নি সিপন। ফলে, তার আসল উদ্দেশ্য রহস্যজনক বলে মনে করছে পুলিশ। সিপনের দাবি, প্রিন্টারের কালি পরখ করে দেখার জন্যই ভারতীয় টাকার ফটোকপি করেছে। কিন্তু, তার এই দাবি এখনও বিশ্বাস করতে চাইছে না পুলিশ। তাই তদন্ত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত কিছুই বলা সম্ভব নয় বলে পুলিশের বক্তব্য।

২৪ ঘন্টায়

● **প্রথম পাতার পর**

ময়না তদন্তের জন্য। মৃতের মামা লক্ষ্মীরাম দেববর্মা অভিযোগ করেন বিমল দেববর্মা ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেনি। পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁর ভাগিনাকে। তাঁর গলায় কোন দাগ নেই। এমনকি পরিবারের সদস্যরা ঘটনা স্থলে যাওয়ার আগেই মৃতদেহ নামিয়ে বাড়ির উঠানে রেখে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুঙ্গিয়াকামী থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।

াঙ্গন

সাঙ্গাকারার চেয়ে ‘ভালো টেকনিক’এমন ভক্তে মুগ্ধ বাবর আজম

কিছুদিন আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার ব্যাটিংয়ের একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। যা দেখে বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান কুমার সাঙ্গাকারা। যার ব্যাটিংয়ের ভিডিও, সেই সামিয়া আফসারের বয়স মাত্র আট বছর। তবে এই বয়সেই ‘তারকা ভক্তে’র সংখ্যা বেড়ে চলেছে পাকিস্তানের মেয়ের। শুধু সাঙ্গাকারাই নন, সামিয়ার ব্যাটিংয়ে এবার মুগ্ধ হয়েছেন বাবর আজমও।

সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের অধিনায়ক ও সময়ের অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল এই ব্যাটসম্যান বর্তমানে ইংল্যান্ড সফরে ব্যস্ত। কিন্তু পাকিস্তানের খুদে ক্রিকেটারের ব্যাটিংয়ের ভিডিও দেখে তাকে অনলাইনে কিছু টিপস দিয়েছেন।

কিছুদিন আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত সামিয়ার ব্যাটিংয়ের ভিডিও দেখে মুগ্ধ কুমার সাঙ্গাকারা টুইট করেছিলেন, ‘এই ছোট্ট ক্রিকেটার কীভাবে এত দারুণ খেলে, তা বুঝতেই পারছি না! এই বয়সেই আমার চেয়ে ওর টেকনিক অনেক ভালো! ক্রিকেটে এত দারুণ প্রতিভা দেখতে এত ভালো লাগে!’

সেই সামিয়ার সঙ্গে এবার বাবরের কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সামিয়া এমনিতেই বাবরের ভক্ত। ভিডিও কনফারেন্সে সামিয়ার কথা মন দিয়ে শুনেছেন বাবর। এরপর সামিয়ার ব্যাটিংয়ের বেশ কিছু টেকনিকের খুঁত ধরিয়ে দিয়েছেন। আরও ভালো খেলার কৌশল শিখিয়েছেন।

বাবরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সামিয়া বলেছে, ‘আমি বাবর আজমের সবচেয়ে বড় ভক্ত। তাঁর মতো ব্যাটসম্যান হতে চাই। সুপারহিরোর মতো আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। দলকে যে কোনো সমস্যা থেকে দূরে রাখছেন। তিনি ছেলেদের দলের জন্য যা করছেন, একদিন আমিও সেভাবে মেয়েদের দলে সেটা করতে চাই।’

সামিয়ার সঙ্গে কথা বলে ভীষণ খুশি বাবরও। এমন একজন সমর্থককে দেখে আরও ভালো খেলতে প্রেরণা পান বাবর, ‘সমর্থক যে কোনো খেলায় একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁরা সব সময় আমাদের প্রেরণা জোগান। যখন দেখি বিশেষ কিছু মানুষ পেছন থেকে আমাদের সাফল্যের জন্য শুধুই প্রার্থনা করেন তখন ম্যাচ জেতানোর মতো খেলতে বেশি করে উৎসাহ আসে।’

সাত সমুদ্র তেরো নদী দূরে বসে সামিয়ার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেছেন বাবর। তবে দেশে ফেরার পর করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দেখা করতে চান সামিয়ার সঙ্গে, ‘সামিয়ার সঙ্গে কথা বলাটা খুব আনন্দের ছিল। ও একজন মহাতারকা। যেভাবে সে ব্যাট করে সেটা অসাধারণ। একজন ভালোমানের ব্যাটার হওয়ার সব সম্ভাবনা ওর মধ্যে আমি দেখেছি। করোনা পরিস্থিতি ভালো হলে ওর সঙ্গে আমি দেখা করব।’

কোহলিদের দুবাই পাঠাচ্ছে ভারতীয় বোর্ড

সেই যে নিউজিল্যান্ড সফরে খেলে এল, এরপর প্রায় চার মাস ভারতের ক্রিকেটারদের ঘরবন্দী করে রেখেছে করোনাভাইরাস। বিশ্বকে শঙ্কার চাদরে মুড়িয়ে রাখা ভাইরাসটাকে পাশ কাটিয়ে ক্রিকেট এরই মধ্যে মাঠে ফিরতে শুরু করেছে, দুদিন আগেই সাউদাম্পটনে শেষ হলো ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট। কিন্তু ভারত কবে মাঠে ফিরবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

তবে ক্রিকেট মাঠে কোহলিদের পরের সিরিজ কোথায় কার বিপক্ষে হবে, তা এখনো নিশ্চিত না হলেও পরের গন্তব্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছে, ছয় সপ্তাহের অনুশীলন ক্যাম্পে কোহলিদের দুবাই পাঠাবে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিসিসিআই।

দুবাই কেন? এখানে আইপিএলের হিসেব-নিকেশ চলে আসে। অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে আইসিসি এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি বটে, তবে সেটি পিছিয়ে যাওয়ার ঘোষণা আসা নিশ্চিত। ভারতের পরিকল্পনা, বিশ্বকাপ বাতিল হলে সেপ্টেম্বরের শেষ অংশে আইপিএল আয়োজন করবে। কিন্তু ভারতে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের যে অবস্থা, তাতে ভারতের মাটিতে এবারের আইপিএল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এরই মধ্যে সেপ্টেম্বরে নিজেদের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের তিন ওয়ানডে ও তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজও বাতিল হতে পারে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তা আইপিএল ভারতের বাইরে আয়োজনের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত, শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড এবারের আইপিএল আয়োজনের আগ্রহ দেখিয়েছে বলে শোনা গেছে। কিন্তু দৌড়ে এগিয়ে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। আর আইপিএল যেহেতু সেখানেই হচ্ছে, কোহলিদের তাই সেখানেই পাঠানোর সিদ্ধান্ত।

‘সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, মুম্বাইয়ে (করোনাভাইরাস) পরিস্থিতির নাটকীয় উন্নতি না হলে এবারের আইপিএল সংযুক্ত আরব আমিরাতেই হবে। সে ক্ষেত্রে সেখানে ক্যাম্প করা সম্ভাব্য সব দিক থেকেই যথার্থ মনে হচ্ছে। আইপিএলের ভেন্যু ঠিক হয়ে গেলে ধরে রাখুন, (অনুশীলন ক্যাম্পের) সবকিছু আরও দ্রুতগতিতে এগোবে’নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভারতীয় বোর্ডের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে লিখেছে নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

লকডাউনের পর থেকে বিসিসিআইয়ের দেওয়া নির্দেশনা মেনেই ব্যক্তিগতভাবে অনুশীলন করে আসছিলেন ভারতের ক্রিকেটাররা। দল হয়ে অনুশীলন করবে, কীভাবে শুরু করা যাবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। ক্রিকেট আবার ফেরানোর ক্ষেত্রে আদর্শ পরিচালন নীতিমালা (এসওপি) মেনে চলছে বিসিসিআই। সংবাদমাধ্যম বলছে, ভারতের দল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা বিসিসিআইকে জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার আগে ক্রিকেটারদের অন্তত ছয় সপ্তাহের অনুশীলন ক্যাম্প করতে হবে। তবে ক্যাম্পের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত আসতে পারে আগামী পরশু বিসিসিআইয়ের সভায়।আর অনুশীলন ক্যাম্প যখন করতেই হবে, সামনে কোনো সিরিজও নেই, তাই আইপিএলের আগেই আইপিএলের ভেন্যুতে ক্যাম্প করবেন কোহলিরা।

বিপদে আছেন ডম বেস

করোনাপরবর্তী ক্রিকেটে যে বোলারদের কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে, সেটি আগেই বোঝা গিয়েছিল। সাউদাম্পটন টেস্টে সেটির প্রমাণ কিছুটা দেখাও গেছে। বলে থুতু বা লাল না ব্যবহার করতে পারায় পুরোনো বলে বোলারদের উইকেট বের করতে ঘাম ছুটে গেছে। ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টের আগে ইংলিশ অফ স্পিনার ডম বেস তো এমনও বলছেনতিনি বিপজ্জনক অবস্থায় আছেন!

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সাউদাম্পটন টেস্টে বেস প্রথম ইনিংসে ৫১ রানে ২ উইকেট পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ছিলেন উইকেটশূন্য। ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্ট শুরুর আগে ২২ বছর বয়সী ইংলিশ স্পিনার তাই বলছেন, ”আমি উইকেট পাইনি, তবে এটা অন্যরকমও হতে পারত। এই মুহূর্তে পরিস্থিতিটা কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সেটাই ভাবছি। জানি আমি বিপজ্জনক অবস্থায় আছি, কিন্তু মাঝে মধ্যে এরকম থাকাও ভালো। একজন স্পিনার হিসেবে কখনো আপনার সময় ভালো যাবে, কখনো আবার খারাপ। এটাই ক্রিকেটে।”

ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথমটিতে উইন্ডিজের কাছে ৪ উইকেটে হেরে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে ইংল্যান্ড। এ বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেও সিরিজের প্রথম টেস্টে হেরেছিল দলটা।

পরে অবশ্য ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেই দেশে ফেরে তারা। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ঘরের মাঠেও কি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে? দক্ষিণ আফ্রিকার সেই সিরিজে খেলা বেস বেশ আশাবাদী, ”ইংল্যান্ডের ভালো শুরু না পাওয়ার রেকর্ড আছে। আমরা যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘুরে দাঁড়াতে পারি, এখানে না পারার কোনো কারণ নেই।”

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 06/EE/KLSD/2020 —21. dt 07-07-2020

On behalf of the "Governor of Tripura the Executive Engineer, Kailashahar PWD (R8413) Division, Kailashahar Unakoti Tripura" invites percentage rate Single Bid System e-tender in FWD Form no- 7 u to 3.00 P.M. on 30-07-2020 for 05(Five) noworks :-

Sl.No.	DNIT NO.	Estimated cost	Earnest money	Cost of Bid Fee
1	07/EE/KLSD/2020	₹. 24,25,280/-	₹. 24,253/-	₹. 1000/
2	16/EE/KLSD/2020	₹. 24,15,438/-	₹. 24,154/-	₹. 1000/
3	17/EE/KLSD/2020	₹. 14,40,510/-	₹. 14,405/-	₹. 1000/
4	18/EE/KLSD/2020	₹. 7,12,088/-	₹. 7,121/-	₹. 1000/
5	19/EE/KLSD/2020	₹. 24,15,708/-	₹. 24,157/-	₹. 1000/
6	20/EE/KLSD/2020	₹. 24,00,214/-	₹. 24,002/-	₹. 1000/
7	21/EE/KLSD/2020	₹. 15,91,941/-	₹. 15,919/-	₹. 1000/

" For details visit website haps://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eekisawd@yahoo.in"

ICA/C-978/2020-21

Executive Engineer, Kailashahar Division,
PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti, Tripura.

১১৫৮ কোটি টাকার খোঁজে রিয়াল

আর একটা জয়ব্যস, রিয়াল মাদ্রিদ আর এবারের লা লিগার শিরোপার মধ্যে এতটুকুই শুধু ব্যবধান। বৃহস্পতিবার নিজেদের মাঠে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে শিরোপার আনন্দ হবে রিয়ালের সঙ্গী।

চ্যাম্পিয়নস লিগেও এখনো ক্ষীণ হলেও আশা বেঁচে আছে। করোনাভাইরাস সব থামিয়ে দেওয়ার আগে শেষ ষোলোতে প্রথম লেগে নিজেদের মাঠে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ২-১ গোলে হেরেছিল জিনেদিন জিদানের দল। করোনা-বিরতি কাটিয়ে আগস্টে আবার চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরু হচ্ছে। তা দলটা যখন রিয়াল মাদ্রিদ আর টুর্নামেন্টটা যখন চ্যাম্পিয়নস লিগরিয়ালের কোয়ার্টার ফাইনালের সম্ভাবনার শেষ দেখার দুঃসাহস কে করবে?

এই মৌসুমে এখনো দুই শিরোপার আনন্দের সম্ভাবনার মধ্যেই আগামী মৌসুম নিয়েই এখনই পরিকল্পনায় বসে যেতে হচ্ছে রিয়ালকে। তাতে দল নিয়ে তো চিন্তা আছেই, তার পাশাপাশি বেশি চিন্তা করতে হচ্ছে ক্লাবের আর্থিক অবস্থা নিয়েও। করোনা এসে যে সবারই আর্থিক অবস্থা সঙ্গিন করে দিয়ে গেছে! স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা জানাচ্ছে, করোনার ক্ষতি সামলাতে এই গ্রীষ্মকালীন দলবদলে খেলোয়াড় বিক্রি করে ১২ কোটি ইউরো আনার পরিকল্পনা রিয়ালের। বাংলাদেশি মুদ্রায় অঙ্কটা দাঁড়ায় প্রায় ১১৫৮ কোটি টাকা!

”অপারেশন এক্সিট” বা ”প্রস্থান প্রকল্প”’ও নাম পেয়ে গেছে রিয়ালের এই পরিকল্পনা। তবে রিয়ালভক্তদের অত ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। যাঁদের বিক্রি করার পরিকল্পনা রিয়ালের, তাঁরা কেউই ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়দের তালিকায় নেই। কেউ হয়তো একাডেমি থেকে উঠে এসে মূল দলে সুযোগ করে নিতে পারছেন না, কেউ বা জিদানের কৌশলে উপেক্ষিত।এরই মধ্যে রিয়ালের একাডেমি থেকে দুবছর আগেই মূল দলে উঠে আসা ডিফেন্ডার হাভি সানচেজের বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। এই মৌসুমে রিয়াল ভায়াদোলিদে ধারে খেলা ২৩ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আগামী মৌসুমে পাকাপাকিভাবে যোগ দেবেন ভায়াদোলিদে।

উঠতি তারকাদের মধ্যে রিয়ালভক্তদের মন খারাপ হতে পারে আশরাফ হাকিমির চলে যাওয়া দেখে। ১১ বছর রিয়ালের একাডেমিতে কাটানোর পর তিন বছর আগে মূল দলে অভিষেক হয় হাকিমির, ২০১৮ সাল থেকে ধারে খেলছিলেন জার্মানির ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে। কী দারুণই না খেলেছেন! যতটা রক্ষণে, তার চেয়েও বেশি যেন আক্রমণে পারদর্শী ২১ বছর মরোক্কান রাইটব্যাক। ভাবা হচ্ছিল, এই মৌসুম শেষে রিয়ালে ফিরে দানি কারভাহালের সঙ্গে মূল দলে জায়গার জন্য লড়বেন হাকিমি। কিন্তু একদিকে কারভাহালের দুর্দান্ত ফর্ম, অন্যদিকে হাকিমির এখনই মূল দলে নিয়মিত হওয়ার ইচ্ছা থেকেই রিয়ালের তাঁকে বিক্রি করে দেওয়া। বেশ চড়া দামই এসেছে! ৪ কোটি ৫০ লাখ ইউরোতে হাকিমিকে কিনে নিয়েছে ইন্টার মিলান। আন্তোনিও কন্তের ৩-৫-২ ছকে রাইট উইংব্যাক হিসেবে হাকিমি আলো ছড়াবেন, এমন সম্ভাবনাই বেশি দেখেন বিশ্লেষকরা।

এ দুজনের সঙ্গে রিয়ালের ”এক্সিট” লেখা গেট দিয়ে বের হয়ে যেতে পারেন মিডফিল্ডার দানি সেবায়োস ও ডিফেন্ডার হেসুস ভায়েহো। ২০১৫ সালে জারাগোজা থেকে আসা ভায়েহোকে অমিত সম্ভাবনাময়ই ভাবা হচ্ছিল, কিন্তু একের পর এক চোটের সঙ্গে লড়তে থাকা স্প্যানিশ ডিফেন্ডার রিয়ালের মূল দলে সেভাবে খেলতেই পারেননি। জারাগোজা, ফ্রাঙ্কফুর্ট, উলভারহ্যাম্পটনের পর এখন ধারে খেলছেন গ্রানাদায়। আর ২০১৭ সালে বেতিস থেকে আসা সেবায়োস ক্রুস-মদরিচ-ইসকোদের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে রিয়ালের মূল দলে তেমন জায়গা করে নিতে পারেননি। জিদানের কৌশলেও মানিয়ে নিতে পারেননি। এই মৌসুমে সেবায়োস ধারে খেলছেন আর্সেনালে। করোনা-বিরতির পর আর্সেনালের নতুন কোচ মিকেল আর্তেতার অধীনে তাঁর দারুণ ফর্ম দেখে আর্তেতার ইচ্ছা, সেবায়োসকে আর্সেনালেই রেখে দেবেন। ভ্যালেন্সিয়া আর বেতিসও তাঁকে পেতে আগ্রহী। আড়াই কোটি ইউরো রিয়াল পেতে পারে তাঁর দলবদল থেকে। ২৩ বছর বয়সী উইঙ্গার হোর্হে দে ফ্রুতোস এই মুহূর্তে ধারে আছেন রায়ো ভায়েকানোতে।

তাঁকে বিক্রি করে ১ কোটি ইউরো পাওয়ার পরিকল্পনা রিয়ালের।এঁদের সঙ্গে আরও বড় দুটি নাম তো রিয়ালের ”বিক্রির জন্য” তালিকায় আছেনইগ্যারেথ বেল ও হামেস রদ্রিগেজ। বেলের সঙ্গে জিদানের যে বনছে না, সেটি তো কয়েক বছরের পুরোনো গুঞ্জন। রদ্রিগেজের সঙ্গেও জিদানের সম্পর্কটা তেমন ভালো নয় বলেই শোনা যায়। দুজনই একের পর এক ম্যাচ আপাতত কাটাচ্ছেন রিয়ালের বেঞ্চে।

গার্দিওলার বার্সেলোনা, জিদানের রিয়াল এবং অপ্রতিরোধ্য আরও যারা

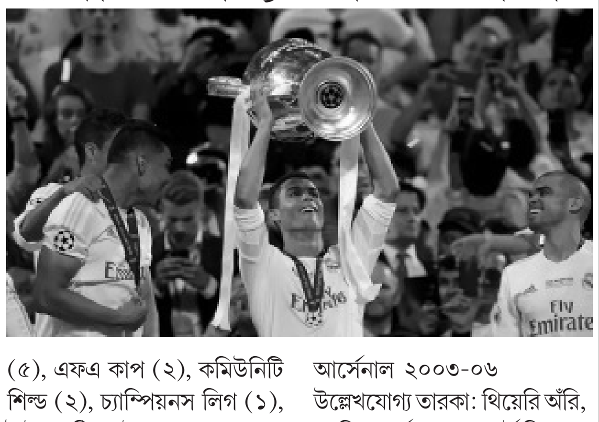

কোনো দলের রাজত্ব ছিল দেশের ফুটবলে, কোনো দল আবার দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে মহাদেশীয় পর্যায়ের পরাশক্তি, জায়গা করে নিয়েছে ফুটবল ইতিহাসেও। ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসে তেমন কিছু দলের গল্পতিরিশ বছরের আক্ষেপ ঘুচিয়েছে লিভারপুল, কয়েক সপ্তাহ আগে। গত বছর চ্যাম্পিয়নস লিগ, চলতি মৌসুমের শুরুতে উয়েফা সুপার কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপ জেতা দলটা সাফল্যের ষোলোকলা পূর্ণ করেছে ইংলিশ লিগ জেতার মাধ্যমে, যে শিরোপা অধরা ছিল তিন দশক ধরে। ইয়ুর্গেন ক্লপের দলটাকে দশকের সময়ের অন্যতম সেরা বলছেন অনেকেই। কারও কারও মতে, ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে এই লিভারপুল হতে পারে ইতিহাসের অন্যতম সেরাও। পারবে কি না, সেটা সময়ই বলবে। ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে বিভিন্ন সময় ঘরোয়া কিংবা মহাদেশীয় পর্যায়ে রাজত্ব করা এমন কিছু দলের গল্প নিয়ে এই ধারাবাহিক। শেষ পর্বে থাকছে আরও ছয় ক্লাবের কীর্তির কথা-

জুভেন্টাস ১৯৯৪-৯৮

উল্লেখযোগ্য তারকা: আলেসসান্দ্রো দেল পিয়েরো, আন্তোনিও কন্তে, জিনেদিন জিদান, দিদিয়ের দেশম, অ্যানহেলো পেরুজ্জিউল্লেখযোগ্য শিরোপা: ইতালিয়ান লিগ (৩), চ্যাম্পিয়নস লিগ (১), কোপা ইতালিয়া (১), উয়েফা সুপার কাপ (১), ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ (১)স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের মতো কিংবদন্তি চাইতেন তাঁর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যেন এই জুভেন্টাসের মতো খেলে। ইউরোপের বাকী দলগুলোর ওপর ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নদের প্রভাব তখন এতটাই ছিল। ভাগ্য আরেকটু সহায় হলে হয়তো টানা তিনবার চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে উঠে তিনবারই শিরোপা জিততে পারতেন জিদান-দেল পিয়েরোরা। কিন্তু তাতে তাঁদের পরাক্রম কমেনি মোটেও। মার্সেলো লিপ্পির জাদুকরেরা নিজেদের নাম ঠিকই লিখে রেখেছেন ইতিহাসের পাতায়।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ১৯৯৫-২০০১

উল্লেখযোগ্য তারকা: ডেভিড বেকহাম, পল স্কোলস, পিটার স্মাইকেল, রয় কিন, রায়ান গিগস উল্লেখযোগ্য শিরোপা: ইংলিশ লিগ (৫), এফএ কাপ (২), কমিউনিটি শিল্ড (২), চ্যাম্পিয়নস লিগ (১), ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নিজের দেশে সেরা ক্লাব তো ছিলই, জুভেন্টাসের কাছে শিক্ষা নিয়ে ইউরোপেও হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। একটা দিক দিয়ে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের এই দলটার সঙ্গে সত্তরের দশকের বায়ার্নের একটু মিল পাওয়া যায়। সে দলটা যেমন লোকচক্ষুর আড়ালে আস্তে আস্তে বেকেনবাওয়ার, মাইয়ার, মুলারদের গড়ে তুলছিল, পরে হয়েছিল বিশ্বসেরা, একই কাজ ইউনাইটেডে করেছেন ফার্গুসন, তাঁর আনকোরা ”ক্লাস অফ ৯২” এর গ্র্যাজুয়েটদের নিয়ে। বেকহাম, গিগস, স্কোলস বা নেভিলদের শুরুটা সেখানেই।

বোকা জুনিয়র্স ১৯৯৮-২০০৩

উল্লেখযোগ্য তারকা: হুয়ান রোমান রিকেলমে, মার্টিন পালের্মো, ওয়াল্টার স্যামুয়েল, গিলের্মো ব্যারোস স্কেলোত্তো, নিকোলাস বুরদিসো

উল্লেখযোগ্য শিরোপা: কোপা লিবের্তাদোরেস (৩), আর্জেন্টাইন লিগ (৪), ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ

কোচ কার্লোস বিয়াঞ্চি যখন বোকার দায়িত্ব নিলেন, দেড় দশক ধরে বলতে গেল একরকম শিরোপাশূন্য সময় কাটাচ্ছিল আর্জেন্টিনার অন্যতম জনপ্রিয় এই ক্লাবটা। পরে হুয়ান রোমান রিকেলমে আর মার্টিন পালের্মোকে ঘিরে গড়ে তুললেন দুর্ধর্ষ এক স্কোয়াড। ষাট ও সত্তরের দশকে টানা তিনবার, চারবার করে কোপা লিবের্তাদোরেস জেতা এস্তুদিয়ান্তেস ও ইন্দিপেন্দিয়েন্তের স্মৃতি ফিরিয়ে আনলো বোকা। নিজেরা জিতল টানা তিনবার। ওদিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে রিয়াল মাদ্রিদ ও এসি মিলানের মতো ক্লাবগুলো বশ মানল তাঁদের কাছে। আর রিকেলমে হয়ে গেলেন কিংবদন্তি!

আর্সেনাল ২০০৩-০৬

উল্লেখযোগ্য তারকা: থিয়েরি অঁরি, ডেনিস বার্গক্যাম্প, রবার্ট পিরেস, সল ক্যাম্পবেল, প্যাট্রিক ভিয়েরা

উল্লেখযোগ্য শিরোপা: ইংলিশ লিগ (১), এফএ কাপ (২), কমিউনিটি শিল্ড (১)

গোটা লিগ মৌসুম অপরাজিত থাকা, কয়টা ক্লাব পারে? আর্সেনাল সেই অসাধ্যটাই সাধন করেছিল ২০০৩-০৪ মৌসুমে। অঁরি-পিরেসের গতির সঙ্গে বার্গক্যাম্পের বুদ্ধিমত্তা, ক্যাম্পবেল-কোলদের দৃঢ় রক্ষণভাগ ও প্যাট্রিক ভিয়েরার নেতৃত্বগুণ—ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকার জন্য আর কী লাগে? নিজেদের ইতিহাসের সেরা সময়টা আর্সেনাল তখনই কাটিয়েছে। তাও আবার অপরাজিত হয়ে। দুর্দান্ত দলটা হয়তো কয়েক বছর পর চ্যাম্পিয়নস লিগও জিতত, বার্সেলোনা সেটা হতে দেয়নি।

বার্সেলোনা ২০০৮-১১

উল্লেখযোগ্য তারকা: লিওনেল মেসি, জাভি হার্নান্দেজ, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, থিয়েরি অঁরি, কার্লোস পুয়োল, স্যামুয়েল ইতো

উল্লেখযোগ্য শিরোপা: স্প্যানিশ লিগ (৩), কোপা দেল রে (১), স্প্যানিশ সুপার কাপ (৩), চ্যাম্পিয়নস লিগ (২), উয়েফা সুপার কাপ (২), ক্লাব বিশ্বকাপ (২)

ক্রুইফের সেই বিখ্যাত ”ড্রিম

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-10/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.09/07/2020

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 on two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 30/07/2020 for the works vide (i) DNIT no. 28/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 09/07/2020, (ii) DNIT no. 29/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 09/07/2020, (iii) DNIT no. 30/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 09/07/2020. For details visit website https://tripuratenders.gov.in / eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ email — een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-984/2020-21

(Er. Sujit Sil)
Executive Engineer, RD
Kumarghat Division.

৩ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৫২৭ জনের, করোনা-সংক্রমিত ২৫,৮০৬ জন

জয়পুর, ১৫ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ২৩৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। নতুন করে ২৩৫ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২৫,৮০৬। বুধবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বুধবার সকাল ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত রাজস্থানে নতুন করে ২৩৫ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, সুস্থ হয়েছেন ৩০ জন। আক্রান্ত ২৩৫ জনের মধ্যে আলওয়ারে ৯২ জন, ভরতপুরে ৩ জন, বিকানের-এ একজন, দুঙ্গারপুরে দু''জন, জয়পুরে ৬৯ জন, ঝালাওয়ারে একজন, ঝুনঝুনুতে ১২ জন, কোটায় ২০ জন, নাগাউরে ১৮ জন, রাজাসমন্দে ১১ জন, টোঙ্কতে ৪ জন, এবং উদয়পুরে একজন আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২৫,৮০৬-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৯,১৯৯ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ৬,০৮০ এবং নতুন করে ৩ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫২৭ জনের।

বিজেপিতে যোগ দিচ্ছি না : শচিন পাইলট

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): শচিন পাইলটের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে কংগ্রেস। এখন তিনি আর রাজস্থানের উপ-মুখ্যমন্ত্রী নন, এমনকি রাজস্থান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদও হারিয়েছেন শচিন পাইলট। বুধবার সকাল পর্যন্ত দিল্লি তথা জাতীয় রাজনীতি জল্পনা চলছিল, তাহলে কী গেরুয়া শিবিরে যোগ দেবেন শচিন পাইলট। সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে বুধবার শচিন জানিয়ে দিলেন, ''বিজেপিতে যোগ দিচ্ছি না।''

পাইলটের কথায়, রাজস্থানে বিজেপিকে পরাজিত করার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এবং কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনেন। সদ্য প্রাক্তন রাজস্থানের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শচিন পাইলট জানিয়েছেন, ''রাজস্থানের কিছু নেতা জল্পনা ছড়াচ্ছেন যে, আমি বিজেপিতে যোগ দেব। আদতে তা নয়, আমি বিজেপিতে যোগ দেব না।'' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার শচিন পাইলটের দু''টি পদ কেড়ে নিয়েছে কংগ্রেস। শচিন পাইলট নিজে দল ছাড়ার আগেই রাজস্থানের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ নেতাকেও রাজস্থানের মন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছেই! ৮৫০ বেড়ে আমেরিকায় করোনায় মৃত ১৩৬,৪৩২

ওয়াশিংটন, ১৫ জুলাই (হি.স.): রাশ টানা তো দূরের কথা, করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আমেরিকায়। উদ্বেগ বাড়িয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারা দিনে) আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৩,২৬২ জন। ফলে মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩.৪২ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমেরিকায় আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুও হু হু করে বাড়ছে। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১

ছয়ের পাতায় দেখুন

বুধবার আগরতলায় জনগণের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করতে ভারতীয় রেলওয়ে নিয়ে এলোপাস্টে কোভিড কোচ তৈরি করা হয়েছে হ্যান্ডস ফ্রি সুবিধা, প্লাজমা এয়ার পিউরিফিকেশন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে

মালিগাঁও, ১৫ জুলাই।। ২০২০ কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ভারতীয় রেলওয়ে একাধিক পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে নির্মম সংঘর্ষ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কাপুরথলাস্থিত ভারতীয় রেলওয়ের প্রডোকশন ইউনিট, রেলওয়ে কোচ ফ্যাক্টরি পক্ষ থেকে একটি পাস্টে কোভিড কোচ প্রস্তুত করা হয়েছে। এই পাস্টে কোভিড কোচটি কোভিড মুক্ত যাত্রীদের ভ্রমণের জন্য হ্যান্ডস ফ্রি সুবিধা, কপার-কোটেড হাতল ও ছিটকানি, প্লাজমা এয়ার পিউরিফিকেশন ও টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড কোটিং দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা পাস্টে কোভিড কোচের মুখা বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

১.হ্যান্ডস সুবিধা ও পাস্টে কোভিড কোচের মধ্যে পা দিয়ে চালিত জলের ট্যাপ ও সাপে ডিসপেনসার, পাচালিত শৌচালয়ের দরজা বাইরের দিকে), পা চালিত ফ্লাশ ভ্যাল, শৌচালয়ের দরজায় পাচালিত ছিটকানি, পা চালিত ওয়াটার ট্যাপ ও সাপে ডিসপেনসার সহ বাইরের দিকে ওয়াশ বেসিন এবং কম্পার্টমেন্টের দরজার হাতের বাহু দিয়ে চালিত হ্যান্ডেলের মতো হ্যান্ডসফ্রি সুবিধাগুলি যুক্ত করা হয়েছে। ২. প্লাজমা এয়ার পিউরিফিকেশন পোস্ট কোভিড কোচের এসির নলের মধ্যে প্লাজমা এয়ার পিউরিফিকেশনের ব্যবস্থা আছে। কোভিড-১৯ এবং এমন ধরনের কণা পদার্থ প্রতিরোধ করতে আয়োনাইজড এয়ার ব্যবহার করে এই প্লাজমা এয়ার উপকরণের দ্বারা এসি কামরার ভেতরে বীজাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে। এই ব্যবস্থার ফলে ১০০ আইয়ন সিএমত থেকে ৬০০০ আইয়নসিএম পর্যন্ত অথবা এর অধিক ইয়ন ঘনত্ব উন্নত হবে। ৩. কপার-কোটেড হাতল ও ছিটকানি ও পাস্টে কোভিড কোচের মধ্যে কপার-কোটেড হাতল ও ছিটকানি ব্যবহার করা হয়েছে কারণ তামা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভাইরাস নষ্ট করতে সক্ষম। তামার মধ্যে অ্যান্টি মাইক্রোবায়াল বৈশিষ্ট্য থাকে। যখন তামার মধ্যে ভাইরাস বসে, তখন আইয়ন প্যাথোজেন ফাটিয়ে দেয় এবং ভাইরাসের ভেতরে থাকা ডিএনএ ও আরএনএ ধ্বংস করে ফেলে। ৮. টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড কোটিং পোস্ট কোভিড কোচের মধ্যে টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড কাটিং দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র আকারে গঠিত টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড কোটিং ফোটো একটিভ উপাদান হিসেবে কাজ করে। পরিবেশ অনুকুল জল ভিত্তিক এই কোটিং ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, মল্ডে এবং ফাঙ্গালের বিকাশ ধ্বংস করে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে অভ্যন্তরীণ বায়ুর গুণমাণ বৃদ্ধি করে। এটি বিষমুক্ত এবং ইউনাইটেড স্টেট ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ)-এর ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটারির দ্বারা অনুমোদিত, তথা সিই প্রত্যায়িতযুক্ত টহুঞ্জ২ -কে একটি নিরাপদ এবং মানুষের জন্য ক্ষতিহীন পদার্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড ওয়াশবেসিন, শৌচালয়, সিট ও বার্থ, স্ন্যাক টেবিল, কাঁচের দরজা, ফ্লোর, মানুষের সংস্পর্শে আসা কার্যত সমস্ত ধরনের পুষ্ঠে প্রয়াগে করা হয়। এই কোটিং কার্যকরীভাবে ১২ মাস পর্যন্ত টিকে থাকে।

সিবিএসই-র দশম শ্রেণির ফলাফল প্রকাশিত, এগিয়ে মেয়েরা

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি. স.) : প্রকাশিত হল সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-র দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফল। বুধবার সরাসরি সিবিএসই-র ওয়েবসাইট ত্বত্নম্ত্রন্ত্রম্ন্ডনষ্ঠ্রহ্মদ্র-তেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ বারে কোনও মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়নি।

এ বছর ছেলেদের পাশের হার ৯০.১৪ শতাংশে। তার চেয়ে মেয়েদের পাশের হার ৩.১৭ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ, পাশের হারে ছেলেদের ছাপিয়ে গিয়েছে মেয়েরা। এ বছর ১৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৫ জন পড়ুয়া সিবিএসই-র দশম শ্রেণির পরীক্ষায় বসেছিল। তাদের মধ্যে ১৭ লক্ষ ১৩ হাজার ১২১ জন পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে। পাশের হারে দেশের মধ্যে এগিয়ে রয়েছে তিরুঅনন্তপুরম। সেখানে পাশের হার ৯৯.২৮ শতাংশ। চেন্নাইয়ে পাশের হার ৯৮.৯৫ শতাংশ। বেঙ্গালুরুতে পাশের হার ৯৮.২৩ শতাংশ। ৭৯.১২ শতাংশ পাশের হার গুয়াহাটিতে। তালিকায় সবচেয়ে নীচে রয়েছে গুয়াহাটি।

যাঁরা অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের মনোবল যাতে ভেঙে না যায়, তার জন্য মার্কশিট থেকে 'ফেল' শব্দটি তুলে দেওয়া হয়েছে। তার জায়গায় লেখা হয়েছে 'এসেনশিয়াল রিপিট'। এর আগে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সময়ও একই ব্যবস্থা নিয়েছিল সিবিএসই।

এ বছর ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে সিবিএসই-র দশম শ্রেণির সমস্ত পরীক্ষা মিটে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার প্রকোপে বেশ কিছু পরীক্ষা বাকি থেকে যায়। একটানা লকডাউনের জেরে পরবর্তী কালে সেগুলি বাতিল করতে বাধ্য হয় বোর্ড। বলা হয়, যে ক'টি পরীক্ষায় বসতে পেরেছে পড়ুয়ারা, তার ভিত্তিতেই বাকি বিষয়েও নম্বর দিয়ে দেওয়া হবে তাদের। এর পর গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ বছর নম্বর দেওয়া হয়েছে পড়ুয়াদের।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৫৮২ জনের, ভারতে করোনা-মুক্ত ৬ লক্ষ ছুঁইছুঁই : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): সংক্রমণ ও মৃত্যুতে কোনও ভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না। ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৫৮২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৯,৪২৯ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৪,৩০৯ জন এবং সংক্রমিত ৯,৩৬,১৮১ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫,৯২,০৩২ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৮১ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৩,১৯,৮৪০)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪,৩০৯। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫,৯২,০৩২ জন। সুস্থতার হারও বাড়ছে, কোভিড-১৯ রোগীদের সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩.২০ শতাংশ। সুস্থতা এবং মৃত্যুর অনুপাত ৯৬.০৫ শতাংশ: ৩.৯৫ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪,৩০৯ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৪০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ৪০ জন, বিহারে ১৭৪ জনের, চণ্ডীগড়ে ১০ জন, ছত্তিশগড়ে ২০ জন, দিল্লিতে ৩,৪৪৬ জনের, গোয়া ১৮ জন, গুজরাটে ২০৬৯ জনের, হরিয়ানায় ৩১২ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১৯৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩৬ জনের, কর্ণাটকে ৮৪২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩৪ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৬৭৩ জন, মহারাষ্ট্রে ১০,৬৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে দু''জন, ওড়িশায় ৭৪ জনের, পুদুচেরিতে ১৮ জন, পঞ্জাবে ২১৩ জন, রাজস্থানে ৫২৫ জনের, তামিলনাড়ুতে ২,০৯৯ জন, তেলেঙ্গানায় ৩৭৫ জন, ত্রিপুরায় দু''জন, উত্তরাখণ্ডে ৫০ জন, উত্তর প্রদেশে ৯৮৩ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৯৮০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক এবং প্রতিদিনই দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২,৬৭,৬৬৫-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১১,৫৩,৪৬, গুজরাটে ৪৩,৬৩৭, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ৩২,৮৩৮, উত্তর প্রদেশে ৩৯,৭২৪ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,৭৩,২৪।

ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৪ জুলাই পর্যন্ত মোট ১,২৪,১২,৬৬৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। শুধুমাত্র ১৪ জুলাই ৩,২০,১৬১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

দেহরাদূনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বহুতল, মৃত্যু ৪ জনের

দেহরাদূন, ১৫ জুলাই (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেহরাদূনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বহুতল। বহুতল ভেঙে ধ্বংসস্তূপে নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও আরও ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে দেহরাদূনের চুখুওয়ালা এলাকার ইন্দ্রা কলোনিতে ভেঙে পড়ে একটি বহুতল। ভারী বৃষ্টির জেরেই বহুতলটি ভেঙে পড়ে, বহুতল ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), স্থানীয় পুলিশ।

বুধবার সকালে এনডিআরএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল সত্য প্রধান জানিয়েছেন, বহুতলের ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবন্ত অবস্থায় ৩ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও বেশ কয়েকজন চাপা পড়ে রয়েছেন।

বাইক দুর্ঘটনায় আগত ২ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জুলাই।। লক ডাউনের রাত্রিকালীন জনতা কারফিউতেও যান দুর্ঘটনা যেন পিছু ছাড়তে চাইছে না। আবারও যান সন্ত্রাসে গুরুতর আহত ২ বাইক আরোহী। ঘঠনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন দক্ষিণ পুলিনপুর মিলন সংঘ ক্লাব সংলগ্ন এলাকা। আজ তথা মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, টিআর০৬এ ৯৫০৫ নম্বরের একটি বাইক নিয়ে জয়ন্ত দাস (৩০) এবং রজত বিশ্বাস (২৫) নামের দুই যুবক দ্রুত গতিতে তুইসিন্দ্রাই এলাকা থেকে নিজ বাড়ি তথা মোহরছড়া যাওয়ার পথে রাত ৯টা নাগাদ পুলিনপুর মিলন সংঘ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় এসে বাইকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনার খবর যায় তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ছুটে এসে তড়িঘড়ি করে তাদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে বর্তমানে দুজনের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে।

শচিনের মতো তরুণ নেতাদের কোনও ধৈর্য নেই : দিগ্বিজয় সিং

ভোপাল ও জয়পুর, ১৫ জুলাই (হি.স.): তরুণ নেতাদের কোনও ধৈর্য নেই। শচিন পাইলট প্রসঙ্গে এমনই অভিমত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংয়ের। বুধবার শচিন পাইলট প্রসঙ্গে দিগ্বিজয় সিং জানিয়েছেন, শচিন পাইলটকে সাংসদ করা হয়েছে, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করা হয়েছে, রাজস্থানে দলের প্রধান এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর বয়স কত? তিনি এখনও তরুণ, তাঁর ধৈর্য রাখা উচিত ছিল। তাঁর পদক্ষেপ দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী। এই সমস্ত তরুণদের কোনও ধৈর্য নেই।

গত সোমবার থেকেই কংগ্রেস নেতৃত্ব শচিনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল।

কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী দলের নেতাদের বলেছিলেন, শচিনের দাবি মতো তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তাঁকে দলে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে, তাই কার্যত বাধ্য হয়েই শচিনের দু''টি পদ কেড়ে নিয়েছে কংগ্রেস।

এদিকে কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের বৈঠকে যোগ না দেওয়ার জন্য শচিন পাইলট এবং ১৮ জন কংগ্রেস নেতাকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাজস্থান কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত অবিনাশ পান্ডে জানিয়েছেন, পরিষদীয় দলের বৈঠকে যোগ না দেওয়ার জন্য শচিন পাইলট এবং ১৮ জন কংগ্রেস নেতাকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাঁরা যদি দু''দিনের মধ্যে কোনও উত্তর না দেন, তাহলে ধরে নেওয়া হবে কংগ্রেস পরিষদীয় দল থেকে তাঁরা সদস্যপদ প্রত্যাহার করছেন। অবিনাশ পান্ডে আরও জানিয়েছেন, ভুল স্বীকার করা উচিত শচিন পাইলটের। তাঁর জন্য কংগ্রেসের দরজা সর্বদা খোলা রয়েছে, এমনকি আজও। তবে মনে হচ্ছে তিনি সমস্ত কিছু অতিক্রম করেছেন। তাই এই বিষয়গুলি এখন গুরুত্বহীন।

চুসুলে ফের মুখোমুখি ভারত-চিন চতুর্থ বৈঠক চলল ১৪.৫ ঘন্টা ধরে

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় প্রকৃত নিয়ন্ত্রনরেখা থেকে সেনা সরিয়েছে ভারত ও চিন। বাফার জোন তৈরির প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এবার প্যাংগং লেকের ফিঙ্গার পয়েন্ট পুনরুদ্ধার করাই লক্ষ্য ভারতের। এই পরিস্থিতিতে ভারত ও চিনের মধ্যে চতুর্থ কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক চলল প্রায় ১৪.৫ ঘন্টা ধরে। মঙ্গলবার বেলা ১১.৩০ মিনিট থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডের চুসুল পয়েন্টে (পূর্ব লাদাখ) শুরু হয় বৈঠক, সেই বৈঠক শেষ হয় ১৫ জুলাই (বুধবার) ভোররাত দু''টো (বেজিংয়ের সময় অনুযায়ী সকাল ৪.৩০ মিনিট) নাগাদ।

সেনা সূত্রের খবর, ভারত ও চিনের মধ্যে কোর কমান্ডার পর্যায়ের চতুর্থ বৈঠকে সেনা ও অস্ত্র সরানো-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

সূত্রের খবর, লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্তরের ম্যারাথন বৈঠকে পূর্ব লাদাখ সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন এলাকা থেকে বিরাট বাহিনী ও অস্ত্রসম্ভার সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কথা হয়েছে দু''দেশের সেনা কর্তাদের মধ্যে। বৈঠকে আরও কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

সিবিএসই-র দশম শ্রেণির ফলাফল প্রকাশিত, পাশের হার ৯১.৪৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): প্রকাশিত হল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফল। বুধবার সরাসরি সিবিএসই-র ওয়েবসাইট ত্বত্নম্ত্রন্ত্রম্ন্ডনষ্ঠ্রহ্মদ্র-তেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। পাশের হারে ছেলেদের ছাপিয়ে গিয়েছে মেয়েরা। এ বছর ছেলেদের পাশের হার ৯০.১৪ শতাংশ। তার চেয়ে মেয়েদের পাশের হার ৩.১৭ শতাংশ বেশি। তবে এ বারে কোনও মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়নি। সবমিলিয়ে মোট পাশের হার ৯১.৪৬ শতাংশ, পাশের হার বেড়েছে ০.৩৬ শতাংশ।

পাশের নিরিখে সর্বাগ্রে ত্রিবান্দ্রাম (তিরুঅনন্তপুরম), দ্বিতীয় চেন্নাই, তৃতীয় বেঙ্গালুরু, চতুর্থ পুণে, পঞ্চম আজমের, ষষ্ঠ পাঁচকুলা, সপ্তম ভুবনেশ্বর, অষ্টম ভোপাল, নবম চন্ডীগড়, দশম পাটনা, একাদশতম স্থানে দেহরাদুন, দ্বাদশতম স্থানে প্রয়াগরাজ, ত্রয়োদশতম স্থানে নয়ডা, এরপর দিল্লি পশ্চিম, দিল্লি পূর্ব এবং গুয়াহাটি।

এ বছর ১৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৫ জন পড়ুয়া সিবিএসই-র দশম শ্রেণির পরীক্ষায় বসেছিল। তাদের মধ্যে ১৭ লক্ষ ১৩ হাজার ১২১ জন পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে। তবে যাঁরা অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের মনোবল যাতে ভেঙে না যায়, তার জন্য মার্কশিট থেকে 'ফেল' শব্দটি তুলে দেওয়া হয়েছে। তার জায়গায় লেখা হয়েছে 'এসেনশিয়াল রিপিট'।

এনআরএস হাসপাতালে তৈরি হচ্ছে ১১০ শয্যার কোভিড ওয়ার্ড

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.): মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পর এবার এনআরএস হাসপাতালে ১১০ শয্যার কোভিড ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে। হাসপাতালে সুপার প্রিন্সিপাল এবং কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে বুধবার এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে এমনটাই। আগামী সাত দিনের মধ্যেই শুরু হবে ওই ওয়ার্ড। ওই ওয়ার্ডে ৪টি সিসিইউ বেডও থাকবে বলে খবর সূত্রের।

রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হচ্ছে। প্রতিদিনই রেকর্ড সংক্রমণ হারে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রয়োজন পর্যাপ্ত শয্যার। সেই কথা মাথায় রেখে কলকাতা মেডিকেল কলেজের পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এন আর এস মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতি। হাসপাতাল চত্বরে চেস্ট এবং অর্থোপেডিক বিল্ডিং নিয়ে তৈরি হবে এই ওয়ার্ড। বর্তমানে এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সন্দেহভাজনদের আইসোলেশন রেখে চিকিৎসা করা হয়। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ১০০ টির বেশি শয্যা। সূত্রের খবর, আগামী সোমবার রোগী কল্যাণ সমিতির এক বৈঠকে এনআরএস হাসপাতালে কোভিড ওয়ার্ড খোলার সিদ্ধান্তে সীলমোহর পড়তে পারে।

কার্ফিউ এর মধ্যে নিশিকুটুম্বের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জুলাই।। লক ডাউনে পুলিশী টহলের মধেও নিশিকুটুম্বের হানায় চুরি তেলিয়ামুড়া থানার সিআরপি এফ ক্যাম্প সংলগ্ন চাকমাঘাট বাজারে। ঘঠনা মঙ্গলবার রাতে। সংবাদে জানা যায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট বাজারের ব্যবসায়ী অর্জুন দেবনাথ প্রতিদিনের মত দোকান লাগিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। রাতের কোন এক সময় নিশিকুটুম্বের বেড়া ভেঙে দোকানের মোবাইল সামগ্রী সহ দোকানের বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। এদিকে অর্জুন দেবনাথ চুরি হওয়া জিনিস এর মূল্য আনুমানিক অর্ধ লক্ষ টাকা। এদিকে প্রশ্নও উঠেছে যেহেতু রাত নটা থেকে সাতটা অব্দি লকডাউনে পুলিশী টহলদারী চলছে সেই জায়গাতে কিভাবে চুরি হয়। বিগত কয়েকদিন পূর্বে গামাই বাড়ি এলাকায়ও নিশিকুটুম্বের হানায় চুরি হয়েছিল মুদির দোকানে। ফের চুরির ঘটনা চাকমা ঘাট এলাকায় লকডাউনের মধ্যে। এদিকে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

পাচারকালে প্রচুর পরিমানে কাঠ উদ্ধার তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জুলাই।। বুধবার ভোরে বন দপ্তরের কর্মীদের কাছে গোপন খবর আসে জুম বারি এলাকাদিয়ে বন দস্যুরা একটি গাড়ি করে প্রচুর পরিমাণে কাঠ পাচার করবে। সেই মোতাবেক জুম বারি এলাকায় ওৎপেতে বসে বন কর্মীরা। ফরেস্টার রাজু দেবের নেতৃত্বে চলে এই অভিযান। এদিন ভোরে বন কর্মীরা দেখতে পায় একটি মারুতি ভ্যান গাড়ি দ্রুত গতিতে যাচ্ছে। বন কর্মীদের সন্দেহ হতেই তারা গাড়িটিকে ধাওয়া করে। পরে বন দস্যুরা গাড়িটিকে মাইগঙ্গা একটি গ্রামে রেখে পালিয়ে যায়। বন কর্মীরা গারিটিতে তল্লাশি চালিয়ে বেআইনি ভাবে পাচারের কাঠ উদ্ধার করে। পরে গাড়ি সহ কাঠ গুলিকে তেলিয়ামুড়া গামাই বারি স্থিত ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসে। বাজেয়াপ্ত কাঠের মূল্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা হবে বলে জানান ফরেস্টার রাজু দেব।

টুইট করে জল্পনার জবাব দিলেন মুকুল রায়

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : সামাজিক মাধ্যমে অংশ নিয়ে বিজেপি নেতা মুকুল রায় বুধবার বার্তা দিলেন, 'আমি আছি'।

টুইটারে সম্প্রতি মুকুলবাবুকে বেশি না পাওয়া যাওয়ায় নানা জল্পনা দেখা দিয়েছিল। কংগ্রেস নেতা রোহন মিত্র টুইটে লিখেছেন, আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়নি? কেউ আপনার পাসওয়ার্ড জেনে কারচুপি করতে পারে। ২১ জুলাই আপনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন বলে গুজব রটেছে। বিষয়টি জানতে আমরা আগ্রহী। পুত্র শুভ্রাংশুও কি তৃণমূলে যাচ্ছে? মুকুলবাবু আজ টুইটে লিখেছেন, ''আমি পুরোদস্তুর টুইটারে আছি। সবার কাছে এই মাধ্যমে পৌঁছোনোর চেষ্টা করব। প্রযুক্তির যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা দূর হয়েছে। সবাইকে আমার শুভেচ্ছা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।